# Lives During the Pandemic in Informal Urban Settlements

# Lives During the Pandemic in Informal Urban Settlements

# Credits

## Writing

### Background
**English:** Bachera Aktar
**Bangla translation:** Sabrina Fatema Chowdhury

### Stories
**Interviews:** Nadia Farnaz, Wafa Alam, Mst. Nusrat Jahan Nizum, Sabrina Fatema Chowdhury
**Bangla:** Mst. Nusrat Jahan Nizum
**English translation:** Abu Nayeem Md. Shakib, Wafa Alam

### Editing
**English:** Kate Hawkins, Bachera Aktar
**Bangla:** Rafia Sultana, Abdul Jabbar, Mohammad Abu Saleh Siddique

## Overall Review
Nazia Islam
Adrita Rahman
Bachera Aktar
Sabina Faiz Rashid

## Photography
Abu Nayeem Md. Shakib
Asif Faisal
Moumita Islam

## Design
Abu Nayeem Md. Shakib

# ক্রেডিট

## লেখা

### পটভূমি
**ইংরেজি:** বাছিরা আক্তার
**বাংলা অনুবাদ:** সাবরিনা ফাতেমা চৌধুরী

### গল্পসমূহ
**সাক্ষাৎকার:** নাদিয়া ফারনাজ, ওয়াফা আলম, মোসাঃ নুসরাত জাহান নিঝুম, সাবরিনা ফাতেমা চৌধুরী
**বাংলা:** মোসাঃ নুসরাত জাহান নিঝুম
**ইংরেজি অনুবাদ:** আবু নাঈম মোঃ সাকিব, ওয়াফা আলম

### সম্পাদনা
**ইংরেজি:** কেট হকিন্স, বাছিরা আক্তার
**বাংলা:** রাফিয়া সুলতানা, আব্দুল জব্বার, মুহাম্মদ আবু ছালেহ ছিদ্দিকী

## সার্বিক পর্যালোচনা
নাজিয়া ইসলাম
আদৃতা রহমান
বাছিরা আক্তার
সাবিনা ফয়েজ রশিদ

## ছবি
আবু নাঈম মোঃ সাকিব
আসিফ ফয়সাল
মৌমিতা ইসলাম

## ডিজাইন
আবু নাঈম মোঃ সাকিব

# Acknowledgements

We would like to express our heartfelt gratitude to the participants who participated in the ARISE research and ARISE Responsive Fund project. We are also very grateful to the participants who gave written consent to share their stories and use their original names and photos in this photo narrative book. Special thanks to Mosammat Shahida Begum, Female Ward Councillor (reserved seat-ward number 58, 59 and 60), Shyampur of Dhaka South City Corporation (DSCC); Md. Samsuzzaman Mia Sapon, Ward Councillor (ward number 21) and Konika Shaha, Female Ward Councillor, Khulna City Corporation (KCC); and Md. Arman Ali, Ward Councillor (ward number 24), Rajshahi City Corporation (RCC), for their tremendous support in implementing the project in the respective areas. We acknowledge the support of Community Development Organisations (CDOs) members in the project locations.

We acknowledge the hard work, commitment, and contributions of our three amazing community organisers (COs), Nishika Shamaddar Tumpa (CO, BRAC Urban Development Programme (UDP) and Co-researcher, BRAC James P Grant School of Public Health (JPGSPH), Nama Shyampur, DSCC; Laboni Akter, Green Land, Khulna City Corporation, and Pinky Khatun, Bajekazla, Rajshahi City Corporation. We also highly appreciate the contributions of BRAC Urban Development Programme's Programme Organisers, namely Smrity Mondol, Khulna; Shahabul Alam, Dhaka; and Abu Bakar Siddique, Rajshahi; and Regional Coordinators, namely Abu Muzaffar Mahmud, Tuhin Alam, and Farzana Parvin. We also acknowledge the valuable contribution of Sajal Kumar Saha, Programme Manager, BRAC UDP, to this project, and the contribution of Mohammad Abu Saleh Siddique, Deputy Manager, BRAC UDP, for editing support to this photo-narrative book. We thank Abu Nayeem Md. Shakib, Research Officer of BRAC UDP, for his contribution to the project, writing, capturing the photos and designing and illustrating the photobook.

We also acknowledge the dedication and contributions of the wonderful ARISE research team of BRAC JPGSPH Mst. Nusrat Jahan Nizum, Sabrina Fatema Chowdhury, Nadia Farnaz and Wafa Alam in conducting the research and collecting and writing the stories for this photo-narrative book. We would like to thank Farzana Manzoor for her hard work and contribution at every stage, from the inception to the execution of the ARISE sub-project on COVID-19 response. Additionally, we thank Asif Faisal, Assistant Manager, Communications, BRAC JPGSPH and Moumita Islam, Research Associate, BRAC JPGSPH, for capturing the photos for this photobook.

Special thanks to Bachera Aktar, Assistant Director, the Centre of Excellence for Gender, Sexual and Reproductive Health and Rights (CGSRHR), BRAC JPGSPH, BRAC University and the Co-Principal Investigator of ARISE project in Bangladesh for guiding the research team, conceptualising the COVID-19 response sub-project, and writing and editing the content of this photo-narrative book.

We are also grateful to Dr Md Liakath Ali, Director, Urban Development Programme, BRAC and Climate Change Programme, BRAC and BRAC International, for his valuable guidance and support. We are also extremely grateful to Sabina Faiz Rashid, Dean and Professor, BRAC JPGSPH, BRAC University and the Principal Investigator of the ARISE project in Bangladesh, for her valuable guidance and critical inputs in this research.

We would like to thank UKRI Global Challenges Research Fund for their financial contribution to this research.

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এরাইজের গবেষণা এবং এরাইজ রেসপন্সিভ ফান্ড প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই ছবি-আখ্যানমূলক বইটিতে ব্যবহারের জন্য যারা তাদের গল্প, নাম এবং ছবি ব্যবহারের লিখিত সম্মতি দিয়েছেন, তাদের প্রতি আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে নিজেদের সংশ্লিষ্ট এলাকায় আসাধারণ সহযোগিতা করায় যাদের প্রতি আমরা বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তাঁরা হলেন- মোছাম্মৎ শাহিদা বেগম, শ্যামপুর মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলর (সংরক্ষিত আসন- ৫৮, ৫৯ ও ৬০ নম্বর ওয়ার্ড), ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি); মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর (২১ নম্বর ওয়ার্ড) এবং কনিকা সাহা, মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলর, খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কেসিসি); এবং মোঃ আরমান আলী, ওয়ার্ড কাউন্সিলর (২৪ নম্বর ওয়ার্ড), রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (আরসিসি)। প্রকল্প এলাকার কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (সিডিও) সদস্যদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তাঁদের দারুণ সহযোগিতার জন্য।

আমরা আমাদের তিনজন কমিউনিটি অর্গানাইজারের (সিও) কঠোর পরিশ্রম, কাজের প্রতি তাদের দায়িত্বশীলতা এবং অবদানের প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। তাঁরা হলেন- ডিএসসিসি'র নামা শ্যামপুরের বাসিন্দা নিশিকা শমাদ্দার টুম্পা, সিও, ব্র্যাক আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউডিপি) ও সহ-গবেষক, ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ (জেপিজিএসপিএইচ); কেসিসি'র গ্রীনল্যান্ডের অধিবাসী লাবনী আক্তার; এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বাজেকাজলা নিবাসী পিংকি খাতুন। এছাড়াও আমরা ব্র্যাক ইউডিপি'র প্রোগ্রাম অর্গানাইজার এবং আঞ্চলিক সমন্বয়কারীদের অবদানের জন্য প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। এক্ষেত্রে প্রোগ্রাম অর্গানাইজাররা হলেন- খুলনার স্মৃতি মন্ডল, ঢাকার শাহাবুল আলম ও রাজশাহীর আবু বকর সিদ্দিকী, এবং আঞ্চলিক সমন্বয়কারীগণ হলেন- আবু মুজাফফর মাহমুদ, তুহিন আলম, এবং ফারজানা পারভীন। পাশাপাশি এই প্রকল্পে ব্র্যাক ইউডিপি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার সজল কুমার সাহা'র মূল্যবান অবদান এবং ছবি-আখ্যানমূলক বইটির সম্পাদনায় অবদানের জন্য ইউডিপি'র ডেপুটি ম্যানেজার মুহাম্মদ আবু ছালেহ ছিদ্দিকী'র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা ব্র্যাক ইউডিপি'র গবেষণা কর্মকর্তা আবু নাঈম মোঃ সাকিবকে ধন্যবাদ জানাই বইটি লেখা, ছবি তোলা ও ডিজাইন করা এবং প্রকল্পে তার সার্বিক অবদানের জন্য।

এছাড়াও আমরা ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ-এর এরাইজ গবেষণা দলের অসাধারণ অবদানের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই ছবি-আখ্যানমূলক বইটির গবেষণা পরিচালনা, গল্প সংগ্রহ ও রচনায় যারা অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন- নুসরাত জাহান নিঝুম, সাবরিনা ফাতেমা চৌধুরী, নাদিয়া ফারনাজ এবং ওয়াফা আলম। এরাইজের সাব-প্রকল্প "কোভিড-১৯ রেসপন্স"- এর বাস্তবায়নে শুরু থেকে প্রতিটি পর্যায়ে যিনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং অবদান রেখেছেন, সেই ফারজানা মঞ্জুরকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। এর সঙ্গে আমরা ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ এর সহকারী ম্যানেজার, কমিউনিকেশন আসিফ ফয়সাল এবং গবেষণা সহযোগী মৌমিতা ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই ছবি তুলে এই বইটিতে অবদান রাখার জন্য।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেপিজিএসপিএইচের 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর জেন্ডার, সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস' এর সহকারী পরিচালক এবং বাংলাদেশের এরাইজ প্রকল্পের কো-প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর বাছিরা আক্তারের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি গবেষণা দলকে সার্বিক দিক-নির্দেশনা দেওয়া, কোভিড-১৯ উপ-প্রকল্পের ধারণাপত্র প্রস্তুতকরণ এবং এই ছবি-আখ্যানমূলক বইয়ের বিষয়বস্তু লেখা ও সম্পাদনায় অসাধারণ অবদান রাখার জন্য।

আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ব্র্যাক এবং জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি, ব্র্যাক ও ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল এর পরিচালক ড. মোঃ লিয়াকত আলী'র প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তাঁর মূল্যবান দিকনির্দেশনা ও অন্যান্য সহায়তার জন্য। গবেষণায় দিকনির্দেশনা এবং গঠনমূলক সমালোচনা ও মতামত দিয়ে নেতৃত্বশীল ভূমিকা পালন করার জন্য ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেপিজিএসপিএইচ-এর ডিন ও অধ্যাপক এবং বাংলাদেশে এরাইজ প্রকল্পের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর সাবিনা ফয়েজ রশিদের প্রতি আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

আমরা এই গবেষণায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করায় 'ইউকেআরআই গ্লোবাল চ্যালেঞ্জেস রিসার্চ ফান্ড' প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

# Content


| | |
|---|---|
| 1 | **Note from the Director** |
| 2 | **Note from the Dean** |
| 6 | **Background** |
| 21 | **Stories** |
| 23 | Amena Bewa |
| 31 | Abdur Rob |
| 39 | Lucky Begum |
| 47 | Afroza |
| 53 | Parvin Aktar Shahana |
| 61 | Shamina |
| 70 | Amirunnesa |
| 75 | Mst. Sheema Akter |
| 81 | Md. Kamal |
| 89 | Mehernigar |
| 95 | Shurjo Begum |
| 103 | Nishika Shamaddar Tumpa |


# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| ৬ | পটভূমি |
| ২১ | গল্পসমূহ |
| ২৪ | আমেনা বেওয়া |
| ৩২ | আব্দুর রব |
| ৪০ | লাকী বেগম |
| ৪৮ | আফরোজা |
| ৫৪ | পারভীন আক্তার শাহানা |
| ৬২ | শামিনা |
| ৭০ | আমিরুন্নেসা |
| ৭৬ | মোছাঃ সিমা আক্তার |
| ৮২ | মোঃ কামাল |
| ৯০ | মেহেরনিগার |
| ৯৬ | সূর্য বেগম |
| ১০৪ | নিশিকা সমাদ্দার টুম্পা |

# Note from **the Director**

Since its inception in 2016, BRAC Urban Development Programme (UDP) has persistently worked to reduce the urban poor's multidimensional poverty by supporting housing and livelihood development in collaboration with government institutions. UDP has supported around 1 million people through providing community-friendly service integration, social enterprise development, capacity building, skills training and job placement, emergency response, upgrading living conditions and sensitising city authorities and communities on inclusive pro-poor urban development.

We acknowledge that participatory, environment-friendly and disaster-tolerant planned urban development is a prerequisite for sustainable city development. Integrated urbanisation reduces a country's poverty, and plays a significant role in overall development. Therefore, UDP works through local government-NGO-community partnership with the aim of attaining SDG 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.

The current unprecedented times have posed major challenges for people living in urban informal settlements. To face the challenges of health safety regulations and income loss, UDP came up with emergency support in terms of cash support, food assistance, and behaviour change awareness-building activities across the cities. The ready-made garments workers were also provided with primary healthcare services, legal aid, skills training, job placement, and life insurance through three One-Stop Service Centres.

Through ARISE, we have been working relentlessly to promote accountability and increase responsiveness in informal settlements through engaging various stakeholders. Through the ARISE Responsive Fund, we have raised awareness about COVID-19 and ways to effectively combat and minimise the spread of the virus. We have also provided hygiene commodities to people living in slum areas to promote consistent hygiene practices in informal settlements. Through COVID-19-centred leadership training in communities, we ensure the community knows what measures to take during these unprecedented times.

We are delighted to partner with BRAC James P Grant School of Public Health on ARISE and ARISE Responsive Fund project. We look forward to extending this partnership through a range of initiatives.

**Dr Md Liakath Ali**
Director
Urban Development Programme, BRAC, and
Climate Change Programme, BRAC and BRAC International

# Note from **the Dean**

It is a great pleasure to present this photo-narrative book published by the ARISE project (https://www.ariseconsortium.org/)– a research project that aims to improve the health and wellbeing of poor marginalised people living in urban informal settlements.

This photo-narrative book is a collaborative effort of BRAC JPGSPH, BRAC University and BRAC's Urban Development Programme (UDP) under a sub-project of the ARISE project titled "Responding to COVID-19: Community Preparedness and Management of Public Health Emergency". The sub-project intervention aspect was co-designed by JPGSPH researchers and UDP staff, based on evidence from the rapid COVID-19 research conducted in 2020 under the ARISE research in Bangladesh. The aim of the partnership was to find simple interventions and strategies in response to COVID-19 for the predominantly disadvantaged residents living in these settlements, who had been severely affected by the pandemic. UDP implemented this sub-project in three urban informal settlements in three cities – Dhaka, Rajshahi and Khulna.

This photo-narrative book provides a snapshot of some of the experiences in the lives of ten residents from the three settlements. The aim is to illustrate the impact of the pandemic on their lives and livelihoods, and the contributions of the ARISE project in providing relevant COVID-19 information and simple messages for prevention and protection. During this period, like the most of the country, residents in informal settlements were barraged with misinformation and rumours online and offline.

This photo-narrative demonstrates how evidence-based action research is critical and contributes to developing community-centred public health interventions to address the needs of the most vulnerable people. Often their voices are muted, silenced or neglected in policy arenas. We hope the stories will provide important insights to wider stakeholders, including policymakers, city authorities, health practitioners and service providers, public health researchers and development partners, and will be useful for future public health crises and pandemics.

We would like to thank UK Research and Innovation's Global Challenges Research Fund for their generous support for this research project. We are extremely grateful to the Ward Councillors and the members of the community development organisations of the respective settlements for their time, active engagement and support in implementing the interventions during the COVID-19 pandemic from January 2021 to March 2022.

**Sabina Faiz Rashid**
Dean and Professor
BRAC James P Grant School of Public Health
(BRAC JPGSPH), BRAC University

*Informal settlement in Green Land, Khulna*

# Background

This photo-narrative book was developed with community members from Green Land (Khulna), Bajekazla (Rajshahi) and Shyampur (Dhaka) communities. It tells the stories of how most marginalised people in urban informal settlements of Bangladesh were affected by the COVID-19 pandemic, and how they came together to respond to the challenges. This action was stimulated and facilitated by ARISE project, and is one element of the project's research supporting health, wellbeing and accountability. The stories are emotional, and they draw on memories of the initial phases of COVID-19. They also offer hope, documenting how communities can provide social and material support in times of strife. They are a reminder, while much of the world moves on and constructs a 'new normal', that the financial, psychological and health impacts will affect some of the most marginalised people living in extreme poverty for many years to come.

Like most countries in the world, urbanisation is an inevitable phenomenon for Bangladesh. Each year, millions of people migrate from rural areas to big towns or cities in search of better opportunities [1]. According to the census of slum areas and floating population 2014, 2.3 million people live in cities' informal settlements, which accounts for more than 1.5% of the total population of Bangladesh [2].

The urban population continues to increase, and it is projected that by 2035 around half of the population of Bangladesh will reside in urban areas [3]. This has created a housing issue where most of the urban poor have ended up living in informal settlements that are not equipped with basic facilities such as safe drinking water, sanitation, and healthcare [4].

# পটভূমি

খুলনার গ্রীনল্যান্ড, রাজশাহীর বাজেকাজলা এবং ঢাকার শ্যামপুর কমিউনিটিগুলোর সদস্যদের নিয়ে এই ছবি-আখ্যানমূলক বইটি তৈরি করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশের শহরগুলোর নিম্ন-আয়ের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠী কিভাবে কোভিড মহামারীসৃষ্ট বিপত্তিগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, এবং কিভাবে তাঁরা চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করেছে সেইসব গল্প তুলে ধরে। এই বইটি 'এরাইজ' প্রজেক্ট দ্বারা পরিচালিত স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং জবাবদিহিতার উপর করা গবেষণার একটি অংশ। গল্পগুলো আবেগপূর্ণ, এবং গল্পে কোভিড-১৯ এর প্রথম দিকে অবস্থা ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ পেয়েছে। একই সাথে গল্পগুলো এই প্রান্তিক মানুষদের প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সফলতাকেও তুলে ধরে। গল্পগুলো মানুষের মধ্যে আশার আলো জ্বালায়। তাছাড়া মানবিক সঙ্কটে মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং দুর্যোগ কাটিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াবার সাহস জোগায়। যদিও উন্নত দেশগুলোসহ পুরো পৃথিবী নতুন একটি অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে মহামারীর প্রতিক্রিয়া ভোগ করতে হবে সামনের বহুবছর।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মতো বাংলাদেশেও নগরায়ন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রাম থেকে শহরে আসছে তুলনামূলক ভালো আয়ের উৎসের সন্ধানে[১]। বস্তিশুমারি এবং ভাসমান লোকগণনা ২০১৪ অনুসারে, ২৩ লাখ মানুষ শহরগুলোর অস্থায়ী বসতিতে বাস করে, যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১.৫ শতাংশের বেশি[২]।

শহরের জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৩৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী শহরাঞ্চলে বসবাস করবে [৩]। এই কারণে শহরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে। এছাড়া বেশিরভাগ শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অস্থায়ী বসতিগুলোতে নিরাপদ পানীয় জল, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো মৌলিক সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে [৪]।

Poor access to basic resources and services perpetuates the inequalities that initially drive people to reside in those informal settlements[5]. This social and economic disempowerment limits their opportunities to shape decisions about their environment that further exacerbates the quality of services and worsens the vicious cycle of marginalisation and poverty [5].

As part of the ARISE project, we documented the experiences of people living in urban informal settlements at different phases of the COVID-19 pandemic in 2020 and 2021. This helped us to identify their health needs and service delivery gaps.

We found that COVID-19 has exacerbated the vulnerabilities of informal urban settlement residents. The dense living conditions in those informal urban settlements make it difficult for the residents to follow social distancing measures. Inadequate water and sanitation arrangements, as well as economic constraints in affording a sufficient supply of soap and masks make COVID-19 safety regulations impossible to follow. Biomedical messaging and the use of jargon (e.g., social distancing, quarantine, isolation) without explanations in the local language created confusion, rumours and stigma, and aggravated fear. Most of the people involved in the informal economy sector lost their only income sources, and fell into persistent economic disarray. On top of this, access to routine health services was disrupted, and community members experienced challenges in accessing the government COVID-19 vaccination programme (Surokkha) because of lack of equipment and internet connections.

*Informal settlement in Shyampur, Dhaka*

*Living conditions in urban informal settlements in Bangladesh*

মৌলিক অধিকার এবং পরিষেবাগুলো প্রাপ্তিতে কমতি রয়েছে। যা সেইসব বৈষম্যগুলোকে আরো স্থায়ী করে। এইসব বিষয় প্রান্তিক মানুষদের সেই অস্থায়ী বসতিগুলোতে বসবাস করতে উৎসাহিত করে[৫]। এই আর্থ-সামাজিক ক্ষমতাহীনতা তাঁদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগগুলোকে আরো কমিয়ে দেয়। এই ক্ষমতাহীনতা পরিষেবার গুণমান এবং দরিদ্রতা ও প্রান্তিকতার দুষ্ট চক্রকে আরো খারাপ করে তোলে[৫]।

এরাইজ প্রকল্পের অংশ হিসেবে আমরা ২০২০ এবং ২০২১ সালে কোভিড-১৯ মহামারীর বিভিন্ন পর্যায়ে অস্থায়ী বসতির এই মানুষদের অভিজ্ঞতাগুলো নথিভুক্ত করেছি। যা তাঁদের স্বাস্থ্য এবং পরিষেবার চাহিদাগুলো সনাক্ত করতেও আমাদের সাহায্য করেছে।

গল্পগুলো নথিভুক্ত করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, কোভিড-১৯ শহুরে অস্থায়ী বসতির বাসিন্দাদের দুর্বলতাগুলোকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এসব এলাকা ঘনবসতি হওয়ায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব ছিল। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে একদিকে যেমন মাস্ক এবং সাবান ব্যবহার অসম্ভব করে তুলেছিল, অন্যদিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানির সরবরাহ না থাকায় নিয়ম মেনে ঘনঘন হাত ধোয়াও সম্ভব হচ্ছিল না তাঁদের। সচেতনতামূলক বার্তাগুলো স্থানীয় ভাষায় ব্যাখ্যা ছাড়াই বায়োমেডিকেল শব্দচয়ন এবং পরিভাষা বা দুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহারের (যেমন: সামাজিক দূরত্ব, কোয়ারেন্টাইন, বিচ্ছিন্নতা) কারণে বিভ্রান্তি, গুজব ও কুসংস্কার এবং মহামারী ভীতিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। বেশিরভাগ মানুষই এসময়ে তাঁদের একমাত্র আয়ের উৎস হারিয়ে ফেলেন এবং অর্থনৈতিক বিপত্তির সম্মুখীন হন। তার উপর স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা ব্যহত হয় এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের জ্ঞান বা স্মার্টফোনের অভাবে সরকারি কোভিড-১৯ টিকাগ্রহণ কার্যক্রম (সুরক্ষা) গ্রহণ করতেও এদের বেশিরভাগ মানুষ বাধার সম্মুখীন হন।

*Primary Group (PG) meeting at Shyampur, Dhaka*

Our research was participatory and community-led. Community development organisations (CDOs) that represented marginalised groups and community leaders were developed to help facilitate the data collection that informs the findings above and the community response to COVID-19. The organisations, along with primary groups (PG) formed at the household level, discussed the health and social issues of interest to the community and decided on actions for addressing difficulties and challenges. They also played a significant role in representing the voice of their communities to governance actors, such as ward councillors, city authorities and other formal service providers.

গবেষণাটি ছিল অংশগ্রহণমূলক এবং কমিউনিটি নেতৃত্বাধীন। কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (সিডিও) প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় নেতৃত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং কোভিড মহামারী মোকাবেলায় সিডিও এবং স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলা হয়েছিল। সিডিও এবং প্রাইমারি গ্রুপগুলো (পিজি) গঠন করা হয়েছিল এলাকার সমস্যাগুলোকে খুঁজে বের করে তার সমাধানের পথ তৈরি করার জন্য। ওয়ার্ড কাউন্সিলর, নগর কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য বেসরকারি পরিষেবা প্রদানকারী প্রশাসনিক অংশীদারদের কাছে তাঁদের কমিউনিটিকে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

*Primary Group meeting*

**A range of interventions were put in place to respond to the needs identified in the community:**

**220 health education and COVID-19 awareness sessions were facilitated by community organisers (COs) with the primary groups.** They discussed COVID-19 symptoms, preventive measures and treatment facilities, pregnant mothers' and child health and nutrition, violence against women, child marriage, gender equality, sexual harassment, dengue, etc. They also demonstrated correct use of face masks and proper handwashing techniques. Making primary group members aware of different health issues had potential spillover effects throughout the entire settlement.

**কমিউনিটির মধ্যে চিহ্নিত চাহিদাগুলো মেটাতে নেওয়া কার্যক্রমসমূহ:**

**কমিউনিটি অর্গানাইজারদের (সিও) দ্বারা ২২০টি স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং কোভিড-১৯ সচেতনতামূলক প্রাইমারি গ্রুপ (পিজি) মিটিং করা হয়।** সেখানে কোভিড-১৯ উপসর্গ, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও চিকিৎসার সুবিধা, গর্ভবতী মা এবং শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, নারীর প্রতি সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, লিঙ্গ সমতা, যৌন হয়রানি, ডেঙ্গু ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। তারা মাস্কের সঠিক ব্যবহার এবং সঠিকভাবে হাত ধোয়ার বিষয়টিও পিজি মিটিংয়ে হাতে-কলমে দেখিয়ে দেন। পিজি সদস্যদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করলে ঐ এলাকার বাকিরাও তাদের কাছ থেকে আপনাআপনি জেনে ফেলার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

*Primary Group meeting*

*COVID-19 awareness training for ward committee leaders*

**450 community development organisations and ward committee members were given training in health, hygiene and COVID-19 awareness.** This equipped them with the necessary knowledge and skills for supporting their community in the pandemic management.

**৪৫০ জন সিডিও এবং ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদেরকে স্বাস্থ্য এবং কোভিড-১৯ সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।** এগুলো তাঁদের মহামারী ব্যবস্থাপনা এবং স্ব-স্ব কমিউনিটিকে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়নে সাহায্য করেছে।

COVID-19 vaccination messages

Miking for awareness building

**The project team and the community organisers co-designed posters, leaflets and stickers with COVID-19 awareness messages.** COs, local youth volunteers and community development organisation members distributed them door-to-door and spread messages via miking.

Approximately 560 people were registered for the COVID-19 vaccination initiative through this intervention.

প্রজেক্ট টিম এবং কমিউনিটি অর্গানাইজারগণ কোভিড-১৯ এর উপর সচেতনতামূলক বার্তা সংশ্লিষ্ট পোস্টার, লিফলেট এবং স্টিকার একসাথে ডিজাইন করেছে। কমিউনিটি অর্গানাইজাররা স্থানীয় যুব স্বেচ্ছাসেবক এবং সিডিও সদস্যদের মাধ্যমে এগুলো ঘরে ঘরে বিতরণ করেন এবং মাইকিংয়ের মাধ্যমে এলাকায় সচেতনতামূলক তথ্য ছড়িয়ে দেন।

৫৬০ জন মানুষ এই কর্মসূচির মাধ্যমে কোভিড -১৯ টিকা নিবন্ধন করেছেন।

COVID-19 vaccination initiative

*Handwashing devices installed for the community members in Bajekazla, Rajshahi*

**More than 3,000 families have been benefitted from 12 handwashing** devices installed in three project sites.

তিনটি প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত হয়েছে ১২ টি হাত ধোয়ার যন্ত্রপাতি, যা দিয়ে ৩,০০০ এর বেশি পরিবার উপকৃত হয়েছে।

*Handwashing devices installed for the community members in Shyampur, Dhaka*

*Distribution of reusable face masks*

*Distribution of soap and detergent*

**58,000 reusable face masks were distributed among the marginalised people in the project areas.**

Approximately 18,000 packets of soap and detergent powders were distributed among the 4,000 most marginalised families.

**প্রকল্প এলাকায় ৫৮,০০০টি পুনঃব্যবহারযোগ্য মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।**

সবচেয়ে প্রান্তিক ৪,০০০ পরিবারের মধ্যে ১৮,০০০ প্যাকেট সাবান এবং ডিটারজেন্ট পাউডার বিতরণ করা হয়েছে।

*Health camps set up for the community members*

9 health camps were organised at each project site for primary health care and referral support to the marginalised people. **Doctors provided free health check-ups and medicine to more than 1,200 people.**

প্রান্তিক মানুষদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং রেফারেল সহায়তার জন্য প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় ৯টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। **১,২০০ জনেরও বেশি মানুষ বিনামূল্যে ডাক্তারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষুধ গ্রহণ করেছেন।**

*Health camps organised for the marginalised members in the urban informal settlements*

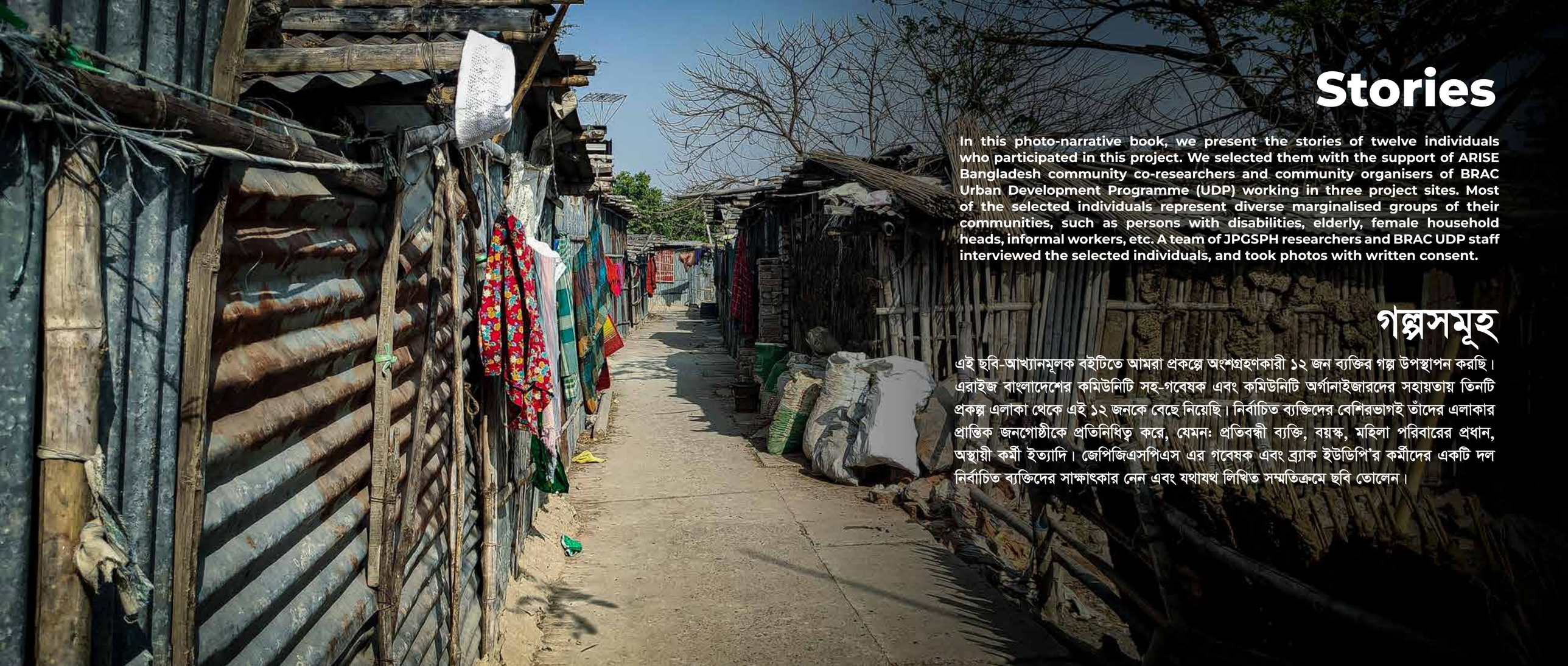

# Stories

In this photo-narrative book, we present the stories of twelve individuals who participated in this project. We selected them with the support of ARISE Bangladesh community co-researchers and community organisers of BRAC Urban Development Programme (UDP) working in three project sites. Most of the selected individuals represent diverse marginalised groups of their communities, such as persons with disabilities, elderly, female household heads, informal workers, etc. A team of JPGSPH researchers and BRAC UDP staff interviewed the selected individuals, and took photos with written consent.

# গল্পসমূহ

এই ছবি-আখ্যানমূলক বইটিতে আমরা প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ১২ জন ব্যক্তির গল্প উপস্থাপন করছি। এরাইজ বাংলাদেশের কমিউনিটি সহ-গবেষক এবং কমিউনিটি অর্গানাইজারদের সহায়তায় তিনটি প্রকল্প এলাকা থেকে এই ১২ জনকে বেছে নিয়েছি। নির্বাচিত ব্যক্তিদের বেশিরভাগই তাঁদের এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করে, যেমনঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক, মহিলা পরিবারের প্রধান, অস্থায়ী কর্মী ইত্যাদি। জেপিজিএসপিএস এর গবেষক এবং ব্র্যাক ইউডিপি'র কর্মীদের একটি দল নির্বাচিত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেন এবং যথাযথ লিখিত সম্মতিক্রমে ছবি তোলেন।

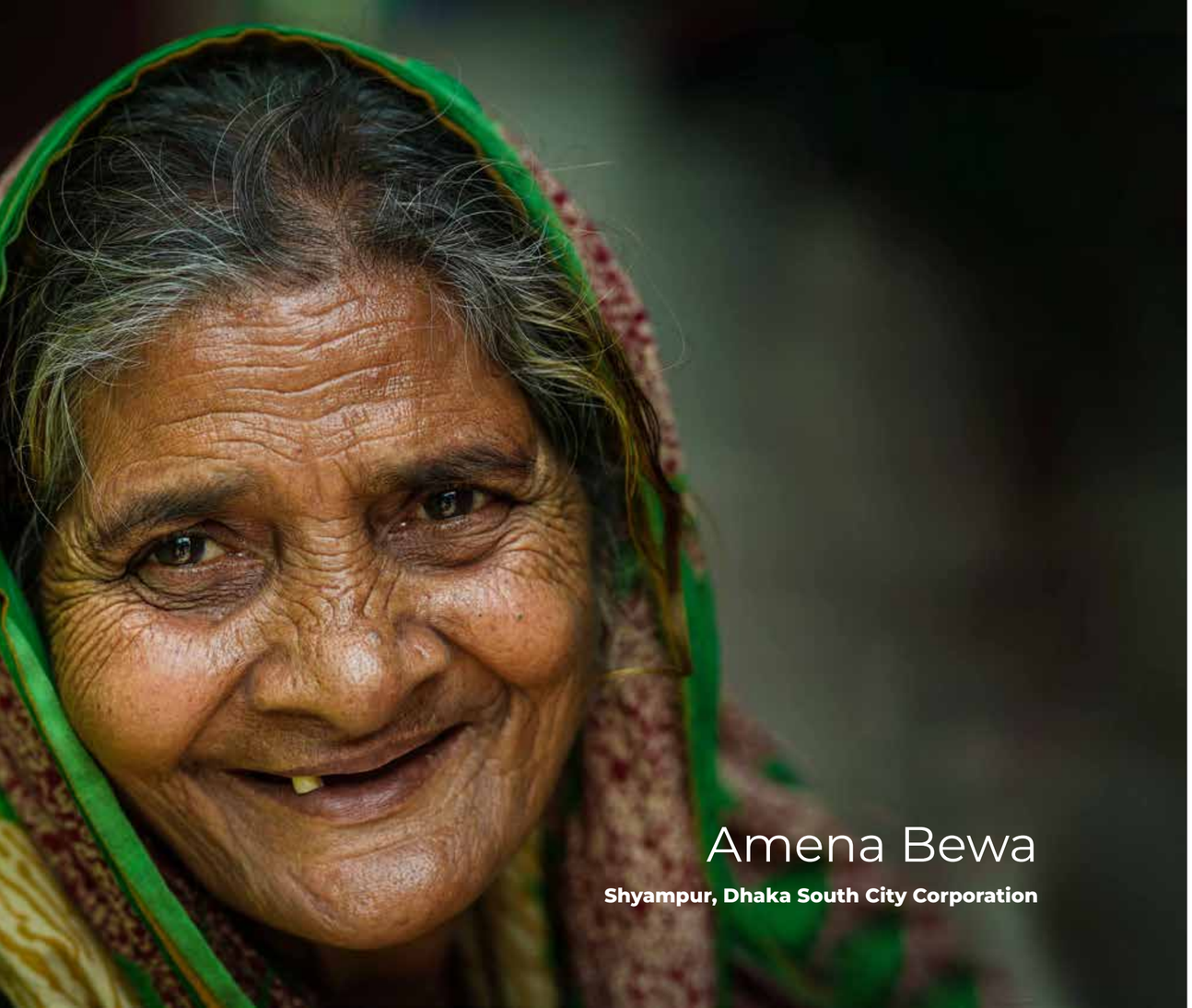

# Amena Bewa

**Shyampur, Dhaka South City Corporation**

"I am gradually becoming weak. I want to marry off my grandson so that my granddaughter-in-law can take care of the household. I know I don't have much time left. I want to be buried in my native land so that my soul rests in peace."

-Amena Bewa

"আমি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছি। আমি আমার নাতিকে বিয়ে দিতে চাই যাতে আমার নাতবউ আমাদের সংসারের হাল ধরতে পারে। জানি আমার জীবনের সময় শেষ হয়ে আসছে। আমি চাই আমাকে যেন আমার গ্রামের বাড়িতে কবর দেয়া হয়। এতে আমার আত্মা শান্তি পাবে।"

-আমেনা বেওয়া

*Amena Bewa preparing for a meal in her kitchen in Shyampur*

*Amena Bewa showing her X-ray report*

# Amena Bewa

Amena Bewa is 83 years old. Before coming to Shyampur approximately 45 years ago, she used to live in Gopalganj district with her husband. One day, her husband married another woman, and brought his new wife home. He became violent with Amena, and on her mother-in-law's advice, she set out for Dhaka city to seek a new life. "My mother-in-law loved me. On her advice, I came to Dhaka in 1975 with my son and daughter, and started living in Shyampur", Amena said.

Initially, she worked as a domestic help to earn a living. After approximately 15 years, she learned that her husband had died. When her daughter was old enough, she started working in a garments factory. The family became relatively solvent until a man from the community forcefully married her daughter. Amena refused to accept the marriage initially but later relented. "After my daughter's marriage, I married off my son. Unfortunately, my daughter-in-law did not like me. My son became estranged from me", she said.

Her life took another turn when her daughter passed away due to jaundice, leaving Amena to take up the responsibility for her three grandchildren. She was selling clothes to earn a living back then. She said, "I took responsibility, raised them, married them off. I hurt myself after falling and underwent surgery. Since then, both of my legs have gone numb. Even then, I collected money from people and married off my granddaughter."



# আমেনা বেওয়া

প্রায় ৪৫ বছর ধরে শ্যামপুরে বসবাস করছেন ৮৩ বছর বয়সী আমেনা বেওয়া। শ্যামপুরে আসার আগে স্বামীর সঙ্গে গোপালগঞ্জে থাকতেন। তাঁর জীবন সংগ্রাম শুরু হয় যখন তাঁর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তাঁর উপর নানাবিধ পারিবারিক সহিংসতা শুরু হয় এবং তাঁর শাশুড়ির পরামর্শে তিনি স্বামীর ঘর ছেড়ে ঢাকায় পাড়ি জমান। আমেনা বলেন, "আমার শাশুড়ি আমাকে ভালোবাসতেন। তাঁর পরামর্শে আমি আমার ছেলে মেয়েকে নিয়ে ১৯৭৫ সালে ঢাকায় আসি এবং শ্যামপুরে থাকতে শুরু করি"।

ঢাকায় এসে প্রথম তিনি গৃহকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৫ বছরের মাথায় তাঁর স্বামীর মৃত্যুর খবর আসে আমেনার কানে। আমেনার মেয়ে বড় হয়ে একটি পোশাক কারখানায় কাজ নেন এবং তখন তাঁদের দিনগুলো ভালোই কাটতে থাকে। এক পর্যায়ে এলাকার এক ছেলে তাঁর বড় মেয়েকে বিয়ের জন্য উত্যক্ত করা শুরু করে। আমেনা প্রথমে বিয়েতে রাজি না হলেও পরে মেনে নেন। "আমার মেয়ের বিয়ের পর ছেলেকেও বিয়ে দিয়ে দেই। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার ছেলের বউ আমাকে পছন্দ করত না। আমার নিজের ছেলে আমার কাছে অচেনার মতো হয়ে যায়", তিনি বলেন।

আমেনার জীবন আবার নতুন মোড় নেয় যখন জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে তাঁর বড় মেয়ে মারা যায়। আমেনাকে তাঁর নাতি-নাতনিদের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল, এবং তাঁর জীবন সংগ্রাম আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তিনি তখন জীবিকা নির্বাহের জন্য কাপড় বিক্রি করতে শুরু করেন। আমেনা বলেন, "আমি আমার নাতিদের দায়িত্ব নিয়েছি, বড় করেছি এবং তাঁদের বিয়ে দিয়েছি। আমি পড়ে গিয়ে একটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হই এবং অস্ত্রোপচার করতে বাধ্য হই। তারপর থেকে আমার পা দুটি অবশ হয়ে যায়। আমি অনেক কষ্টে ভিক্ষা করে সে টাকা দিয়ে আমার নাতনিকে বিয়ে দিয়েছিলাম"।

*Amena Bewa's struggle as a woman with disability*

*A glimpse of Amena Bewa's house in Shyampur*

Amena currently lives with her youngest grandson. He is 22 years old and earns 1,500 BDT monthly by working in a shoe factory. Amena begs in front of educational institutions, earning approximately BDT 300.

The pandemic affected the lives and livelihoods of Amena and her grandson. ***"It felt like a dark shadow covered our lives. A sense of anxiousness was affecting us, and we did not know what to do. I thought we would never meet our neighbours again,"*** she said. About her financial situation at the time, she said, ***"Although we had no income back then, I was helped by people. I received BDT 6,500 from BRAC, and that money helped us a lot."***

Amena has been a participant of ARISE project for more than a year now. She has received reusable masks, soap, and detergent to minimise the risk of COVID-19 infection. She has attended the primary group meetings and learnt ways to combat the spread of COVID-19. ***"I have received free healthcare support from the health camp of ARISE"***, she added.

Amena is struggling with her health. She is bedridden and hardly manages to do house chores. Her medical costs are steep. She cannot even go out begging anymore and depends upon the BDT 3,000 her grandson earns. Amena's struggles over the course of the year indicate her strong will to overcome all the difficulties. She said, ***"I am gradually becoming weak. I want to marry off my grandson so that my granddaughter-in-law can take care of the household. I know I don't have much time left. I want to be buried in my native land so that my soul rests in peace."***

*Amena infront of her house*

আমেনা বর্তমানে তাঁর ২২ বছর বয়সী ছোট নাতির সাথে থাকেন। তাঁর নাতি একটি জুতার কারখানায় কাজ করে মাসিক ১,৫০০ টাকা আয় করেন। অন্যদিকে আমেনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গেটে ভিক্ষা করে দৈনিক ৩০০ টাকার মতো পান।

আমেনা এবং তাঁর নাতির জন্য মহামারী ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। ***"মনে হয়েছিল যে একটি অন্ধকার ছায়া আমাদের জীবনকে ঢেকে দিয়েছে, আমাদের সব সুখ কেড়ে নিয়েছে। আমরা দুশ্চিন্তায় ছিলাম। ভবিষ্যত সম্পর্কে ভয়ে ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আমরা আর কখনো আমাদের প্রতিবেশীদের সাথে দেখা করবো না, এটাই শেষ। আমরা ভেঙে পড়েছিলাম।"*** আমেনা তাঁর তৎকালিন আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বলেন, ***"তখন আমাদের কোনো আয় না থাকলেও আমি মানুষের সাহায্য পেয়েছি। আমি ব্র্যাক থেকে ৬,৫০০ টাকা পেয়েছি এবং তা দিয়ে কোনোরকমে দিনগুলো পার করেছি।"***

আমেনা একবছরের বেশি সময় ধরে এরাইজ প্রকল্পের একজন সদস্য। কোভিড সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে তিনি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য মাস্ক, সাবান এবং ডিটারজেন্ট পেয়েছেন। এছাড়াও তিনি পিজি মিটিংয়ে অংশ নিয়েছেন এবং কোভিড সংক্রমণের কারণ ও করোনা ঝুঁকি মোকাবেলার ব্যপারে শিখেছেন। ***"আমি এরাইজ প্রকল্পের হেলথ ক্যাম্প থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা পেয়েছি"***, তিনি আরো বলেন।

শারীরিকভাবে আমেনা দুঃসহ সময় পার করছেন। তিনি শয্যাশায়ী এবং খুব কমই ঘরের কাজ করতে পারেন। তাঁর ওষুধের জন্য অনেক খরচ হয়। এমনকি তিনি আর ভিক্ষা করতে যেতে পারেন না এবং নাতির উপার্জনে চলেন। বছরের পর বছর ধরে আমেনার সংগ্রামী জীবন, সব প্রতিকূলতা পার করা তাঁর ধৈর্যশীলতাকে ইঙ্গিত করে। তিনি বলেন, ***"আমি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছি। আমি আমার নাতিকে বিয়ে দিতে চাই যাতে আমার নাতবউ আমাদের সংসারের হাল ধরতে পারে। জানি আমার জীবনের সময় শেষ হয়ে আসছে। আমি চাই আমাকে যেন আমার গ্রামের বাড়িতে কবর দেয়া হয়। এতে আমার আত্মা শান্তি পাবে।"***

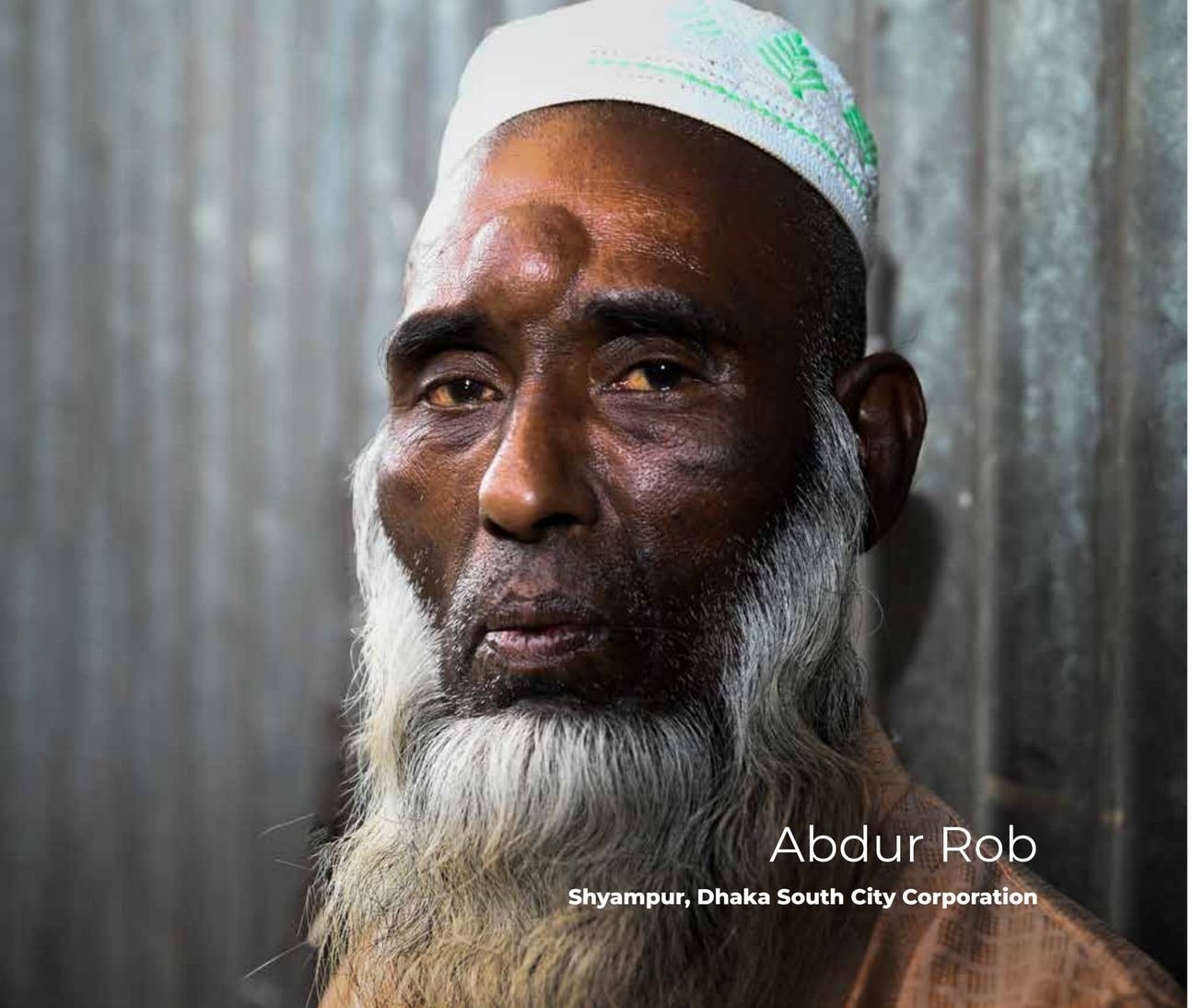

# Abdur Rob

**Shyampur, Dhaka South City Corporation**

"People received healthcare support from the project. The elderly in Shyampur received free medicine and doctor's consultation, which has been a blessing for us."

-Abdur Rob

"লোকেরা প্রকল্প থেকে স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছে। শ্যামপুরের বয়স্করা বিনামূল্যে ওষুধ এবং ডাক্তারের পরামর্শ পেয়েছেন, যা আমাদের জন্য ছিল আশীর্বাদ"

-আব্দুর রব

# Abdur Rob

Abdur, 57 years old, has been living in Nama Shyampur for 24 years. He is currently living with his wife, youngest son and daughter. ***"I have four daughters and two sons. Three of my daughters are married, they live with their husbands, and my elder son lives separately after his marriage"***, Abdur said.

In his childhood, he lived with his parents and elder brother. Their family had a good life until their father passed away one morning, and their mother died the next day. They became orphans in the span of just two days. ***"After our parents passed away, our life became like a floating leaf on the river, tossed about by the tide. My uncle took our responsibility, but my aunt used to dislike us. We were semi-starved by her. We would get lunch and go hungry for the rest of the day."***

Seeing them in this situation, his maternal aunt took them to live with her. But Abdur and his brother did not receive the care they were expecting. ***"We had to work for our aunt to get food for the day. No work meant no food for us. We have fought an uphill battle to be where we are today."***

Abdur's elder brother married one of their cousins. She was a kind woman, and treated Abdur with motherly care. ***"With the love, I had received from my sister-in-law, I forgot my mother's absence. Later, I got married, and my brother and I came to Kamrangir Char in Dhaka with our families. During the flood of 1988, we shifted to Shaheed Nagar and started working in a shoe factory. I used to deliver shoes to retail shops. Later, the factory shifted to Shyampur, and I had to do the same. Since then, I have been living here"***, Abdur said.

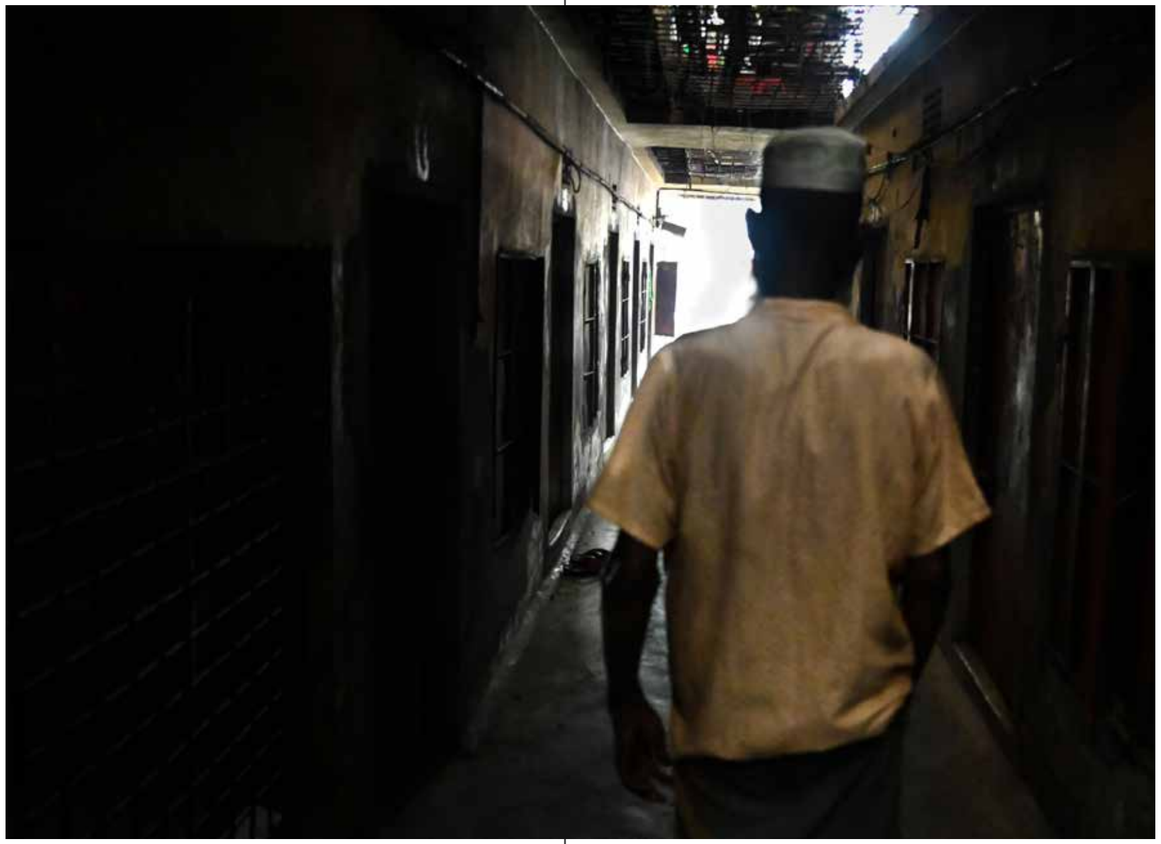

*Abdur Rob in his house in Nama Shyampur*



# আব্দুর রব

আব্দুরের বয়স ৫৭ বছর। তিনি ২৪ বছর ধরে নামা শ্যামপুরে বসবাস করছেন। বর্তমানে তিনি তাঁর স্ত্রী, কনিষ্ঠ ছেলে এবং মেয়ের সাথে বসবাস করছেন। ***"আমি চার  মেয়ে এবং দুই ছেলের বাবা। তিন মেয়েই বিবাহিত এবং স্বামীর সংসারে থাকে। আমার ছেলে বিয়ের পর আলাদা থাকে"***, আব্দুর বলেন।

শৈশবে তিনি তাঁর বাবা-মা এবং বড় ভাইয়ের সাথে থাকতেন। একদিন সকালে হটাৎ তাঁদের বাবা মারা যান এবং তাঁর পরের দিন মাও পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন। মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে তাঁরা এতিম হন। ***"মা-বাবা মারা যাওয়ার পর আমাদের জীবন নদীতে ভেসে চলা পাতার মতো হয়ে যায়। জোয়ারের সাথে সাথে সেই পাতা ভেসে চলে গন্তব্যহীন। মা-বাবা পর চাচা আমাদের দায়িত্ব নেন কিন্তু চাচি আমাদের অপছন্দ করতেন, ঠিক মতো খাবার দিতেন না। দুপুরে খাবার পেলে রাতে পেতাম না।"***

তাঁদের এই অবস্থা দেখে তাঁর মামী তাঁদের দায়িত্ব নেন। কিন্তু আব্দুর রব ও তাঁর ভাই যে যত্ন আশা করেছিলেন তা তারা পাননি। ***"মামীর কাছে প্রতিদিনের খাবারের জন্য আমাদের কাজ করতে হতো। কাজ নেই মানে খাবারও নাই। আজকের অবস্থানে আসতে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।"***

এরপর আব্দুর রবের বড় ভাই তাঁদের এক খালাতো বোনকে বিয়ে করেন। সেই থেকে আব্দুর রব যেন তাঁর মাকে ফিরে পান ভাবির মাঝে। ***"আমার ভাবির স্নেহে মায়ের অনুপস্থিতি ভুলে গিয়েছিলাম। পরে আমার বিয়ে হয় এবং আমার ভাই ও আমাদের পরিবার ঢাকার কামরঙ্গীরচরে চলে আসি। ১৯৯৮ সালের বন্যার সময় আমরা শহীদ নগরে স্থানান্তরিত হয়ে একটি জুতার কারখানায় কাজ শুরু করি। আমি খুচরা দোকানে জুতা পৌঁছে দিতাম। পরে কারখানাটি শ্যামপুরে স্থানান্তরিত হয়, সেই সাথে আমরাও স্থানান্তরিত হই। তারপর থেকে আমি এখানে বসবাস করছি।"***

Abdur's fortune turned for the worse when he became partially paralysed after a stroke. ***"After the stroke, I could not even talk. One side of my body has been half paralysed for the past fourteen years. At that time, my son was in eighth grade, and my daughter was in fifth. Seeing me bedridden, they gave up their education and started working in garments factories."***

With time, Abdur's condition improved, and when he was able to move, he started a tea stall. ***"I was thinking about what I could do to improve our family income; therefore, I started a tea stall. However, people would come to my stall, have tea and cigarette, and leave without paying the bill. I suffered a financial loss of BDT 70,000 because of that. Then my nephew advised me to start selling Jhalmuri and Chotpoti in front of my house, and I have been running this business for 13 years now"***, Abdur said.

When the pandemic struck, his business ground to a halt, his family was confined to their home, and anxiety loomed large in Abdur Rob's life. ***"When I saw news of COVID-19, I realised the severity of the disease. I saw in the news that no one even goes near a COVID patient. At that moment, I realised that even my own brother would not come to my funeral if I die now. Thus, we stayed in our house, did not even go out for namaz."*** He also added, ***"The daily groceries became expensive. We often had to go hungry at that time."***

Abdur Rob's daughter and wife have participated in the ARISE project. Through the primary group meetings, they were informed of the dangers of COVID-19. ***"My wife and children have learnt about COVID-19. From them, we have learnt about it as well. We now know that washing our hands frequently, wearing masks, and maintaining social distance can minimise the risk of infection. In addition, we have been encouraged to register for the vaccine. The project has eradicated many misconceptions about the COVID vaccine from our vicinity. The registration process initially seemed quite troublesome to us. However, we easily got registered through the vaccine registration campaign."*** He also said, ***"People received healthcare support from the project. The elderly in Shyampur received free medicine and doctor's consultation, which has been a blessing for us."***

*Abdur Rob's house*

As the pandemic appears to be easing, Abdur Rob hopes to see better days. He wants his youngest daughter to be married into a decent family and lead a prosperous life. He hopes his daughters-in-law will take care of him in the coming days. He aspires to have a big Jhalmuri snack store where people can sit and enjoy his offerings. Financial stability and blissful family life are what Rob desires.



সময়ের সাথে সাথে আব্দুর রবের অবস্থার উন্নতি হয় এবং তিনি নিজের পায়ে চলাফেরা করতে পারেন। সেই থেকে তিনি চায়ের দোকান শুরু করেন। আব্দুর রব বলেন, *"আমি ভাবছিলাম আমাদের পারিবারিক আয়ের উন্নতির জন্য আমি কী করতে পারি। তখন আমি এক চায়ের দোকান দেই। লোকেরা আমার দোকানে আসত, চা-সিগারেট খেয়ে বিল না দিয়েই চলে যেত। এ কারণে আমি ৭০,০০০ টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হই। তারপর আমার এক ভাগ্নের পরামর্শে আমার বাড়ির সামনে ঝালমুড়ি ও চটপটি বিক্রি শুরু করি। সেই থেকে আজ ১৩ বছর এই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছি।"*

মহামারীর সময়কাল তাঁর জন্য ছিল কঠিন। তাঁর ব্যবসা স্থগিত হয়ে যায়, এবং উপার্জন ছাড়া ঘরে বসে থাকা তাঁর জীবনে উদ্বেগ বয়ে আনে। *"টিভিতে খবর দেখে আমি এই রোগের তীব্রতা বুঝতে পারি। খবরে দেখেছি কেউ কোভিড রোগীর কাছেও যায় না। সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারি যে, আমি এখন মারা গেলে আমার নিজের ভাইও আমার জানাজায় আসতে চাইবে না হয়তো। আমরা পুরো সময় ঘরেই ছিলাম, এমনকি নামাজের জন্যও বের হইনি।"* তিনি আরো বলেন, *"নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামও বেড়েছে সেই সময়, ফলে আমাদের না খেয়ে থাকতে হয়েছে।"*

আব্দুর রবের মেয়ে এবং স্ত্রী এরাইজ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেছে। পিজি মিটিং এর মাধ্যমে তারা ভাইরাস সম্পর্কে জেনেছে। *"আমার স্ত্রী এবং সন্তানরা মিটিং এ কোভিড সম্পর্কে শিখেছে। তাঁদের কাছ থেকে আমরাও কোভিড সম্পর্কে জেনেছি। আমরা এখন জানি যে ঘন ঘন আমাদের হাত ধোয়া, মাস্ক পরা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে পারে বহুগুণে। এছাড়া প্রকল্প হতে আমাদের ভ্যাকসিন নিবন্ধন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে সকলের ভ্যাকসিন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর হয়েছে। এছাড়া নিবন্ধন প্রক্রিয়া আমাদের কাছে বেশ জটিল বলে মনে হয়েছিল। ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমরা সহজেই নিবন্ধিত হয়েছি।"* তিনি আরো বলেন, *"লোকেরা প্রকল্প থেকে স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছে। শ্যামপুরের বয়স্করা বিনামূল্যে ওষুধ এবং ডাক্তারের পরামর্শ পেয়েছেন, যা আমাদের জন্য ছিল আশীর্বাদ"*।

যেহেতু মহামারী পরিস্থিতি এখন অনেকটাই কম, আব্দুর রব ঘুরে দাঁড়াতে চান। তিনি চান তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার একটি ভদ্র পরিবারে বিয়ে হোক, একটি সমৃদ্ধ জীবনযাপন করুক এবং আগামী দিনে তাঁর পুত্রবধূরা তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর যত্ন নিক। তিনি একটি বড় ঝালমুড়ির দোকান করতে চান, যেখানে লোকেরা বসে তাঁর বানানো চটপটি খেতে পারবেন। আর্থিক স্থিতিশীলতা ও পারিবারিক শান্তির মধ্য দিয়ে জীবনের বাকি সময়টুকু অতিবাহিত করতে চান আব্দুর রব।

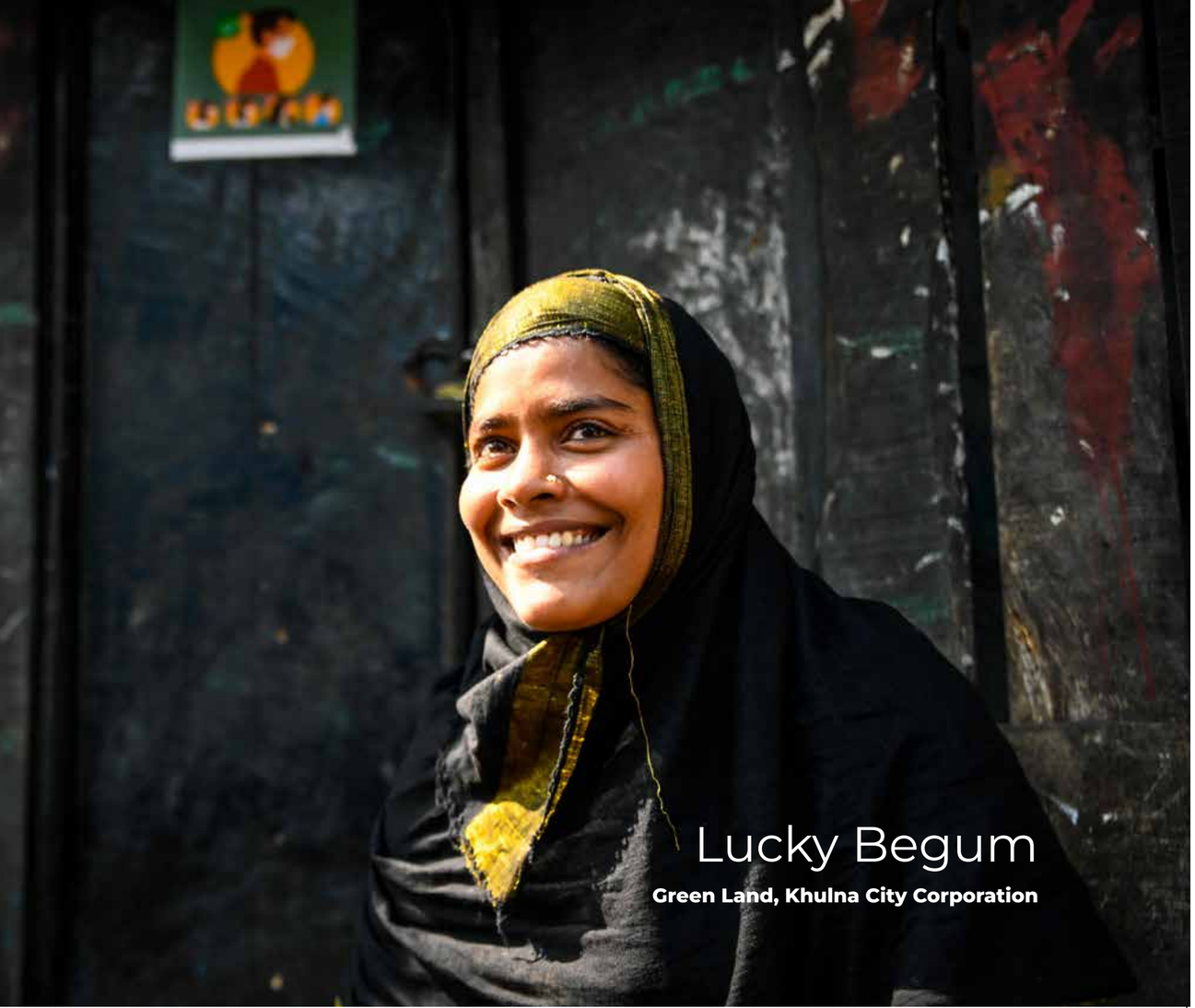

# Lucky Begum

**Green Land, Khulna City Corporation**

"I wish to have security, a better place to live, and a safe environment. My daughters are educated, but I don't want them to live in a slum. I want them to prosper in life."

-Lucky Begum

"আমি থাকার জন্য একটি পাকা বাড়ি এবং একটি নিরাপদ পরিবেশ পেতে চাই। আমার মেয়েরা শিক্ষিত, কিন্তু এই এলাকায় থাকলে ওদের বিয়েও এই এলাকায় হবে, যা আমি চাইনা। আমি চাই ওরা জীবনে উন্নতি করুক।"

-লাকী বেগম

# Lucky Begum

Lucky Begum has lived in a low-income community in Green Land informal settlement for more than 20 years with her husband and two daughters. She married a man with whom she had fallen in love with. But she confronted harsh realities as soon as she entered her in-laws' house. Lucky's husband had few ambitions and very little income. They were not respected and had to leave after a while. Later, they lived with Lucky's parents for two years. ***"Those were the lowest times of our lives. I was asking for money from my parents to meet our needs. Later, my husband got a job; meanwhile, I learned how to craft bags, and started selling them. Together we used to earn 6,000-7,000 BDT. With the income, we started living our lives with dignity."***

Lucky and her husband were able to save some money. With that money and some borrowed funds, they bought the land on which they currently live. They lived a peaceful life until COVID-19 arrived. The restrictions induced by the virus have been a cause of suffering for them and the Green Land community. People lost their income sources, and the lack of knowledge about the virus spread anxiety. ***"From television, we learned that the virus is killing thousands. Seeing people buried in a common graveyard, I felt anxious***", Lucky said.

Lucky and her husband had to sit in their house without any work. ***"It still makes me cry when I remember those days of lockdown. Our income stagnated, and we were starving. All our neighbours were confronting the same situation. Therefore, none could help each other. We had to borrow money, and the commissioner gave us 1,500 BDT and some food aid, which helped us survive."***

*Lucky Begum making bags in front of her house*



# লাকী বেগম

লাকী বেগম তাঁর দুই মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে গ্রীনল্যান্ডের আবাসনে ২০ বছর ধরে বসবাস করছেন। পরিবারের সম্মতিতে তাঁর পছন্দের মানুষের সঙ্গে বিয়ে হয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ করেই লাকী কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হন। লাকীর স্বামীর অর্থ-উপার্জনের কোনো ইচ্ছাই ছিল না। তাই তাঁদেরকে পরিবারের বোঝা হিসেবে গণ্য করা হত। অতঃপর পাঁচ বছর পরিবারের সাথে থাকার পর তাঁরা বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে তাঁরা দুই বছর লাকী'র বাবা-মায়ের সাথে বসবাস করেন। লাকী বলেন, ***"সময়গুলো চিরদিন মনে থাকবে। পেট চালানোর জন্য আমার বাবা-মায়ের দ্বারস্থ হতাম। অবশেষে আমার স্বামী চাকরি নেয়। ইতোমধ্যে আমি ব্যাগ তৈরি করা শিখি এবং সেগুলো বিক্রি করতে শুরু করি। যৌথভাবে আমরা ৬,০০০-৭,০০০ টাকা আয় করতাম এবং তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতাম।"***

লাকী এবং তাঁর স্বামী কিছু সঞ্চয় করতে সক্ষম হন। সেই টাকার সাথে কিছু কর্জ করে গ্রীনল্যান্ডের জমি কিনেন। মহামারীর আগে তাঁরা সুখে জীবনযাপন করেছিলেন। লকডাউনে তাঁদের এবং গ্রীনল্যান্ড সকলের জন্য দুর্ভোগ বয়ে আনে। অনেকেই তাদের আয়ের উৎস হারায় এবং ভাইরাস সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এলাকায় উদ্বেগ ছড়িয়ে পরে। ***"আমরা টেলিভিশনে প্রথম কোভিড সম্পর্কে জানতে পারি। দেখি, ভাইরাসটি হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটাচ্ছে। খবরে লোকজনকে গণকবরে দাফন করতে দেখে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি"***, লাকী বলেন।

লকডাউনে লাকী ও তাঁর স্বামীকে বেকার অবস্থায় ঘরে দিন কাটাতে হয়। লাকী বলেন, ***"সেই লকডাইনের দিনগুলো এখনও আমাকে কাঁদায়। সবার উপার্জন বন্ধ হয়ে যায় এবং পেট চালানোর টাকাও কারো ছিল না। প্রতিবেশীদেরও একই অবস্থা ছিল। তাই, কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারেননি। ধারের টাকা, কমিশনারের দেওয়া ১,৫০০ টাকা এবং খাদ্য সহায়তা দিয়ে আমরা দিনগুলো পার করি"***।

Anxiety was looming large in the community, and since people barely knew about the virus, there were many misconceptions. ***"Everyone in the community was confined to their homes, groping in the dark, fighting a virus they barely knew,"*** she said. ***"Many were ill but frightened to go to the hospitals. Nobody would go near them or talk to them. My father had a fever, and he had to remain in isolation for a long time."***

Since Lucky's family and others were struggling to make a living, buying masks and soaps to maintain hygiene rules was a luxury they could not afford. ***"We were starving. How would we manage to buy masks, remain health-conscious and wash our hands frequently?"*** she said.

The ARISE project has assisted Lucky and others by providing hygiene commodities and raising awareness about the virus. ***"We have received reusable masks, soap, detergents and handwashing stations, which were quite helpful. We also attended the monthly primary group (PG) meetings, where we learnt about COVID-19, and how to combat the virus. In addition, the elderly in Green Land has received healthcare support from the project and registered for vaccination from the vaccine registration camp."***

As time passed and the restrictions lifted, Lucky and her husband regained their income sources. She said, ***"Though we have started earning money again, the income is less than before, around 5,000 BDT. This has been the story for everyone. The financial loss caused by the COVID-19 will take a long time to recover from".***

Throughout her life, Lucky's willpower has helped her family fight against all the challenges and survive with dignity. She aspires to expand her business so that she can attain financial security. ***"I wish to have security, a better place to live, and a safe environment. My daughters are educated, but I don't want them to live in a slum. I want them to prosper in life."***

*Lucky and her daughter infront of their house*



দুশ্চিন্তা পুরো এলাকায় দানা বেঁধেছিল। তাছাড়া সেই সময় মানুষ করোনা ভাইরাস সম্পর্কে খুব কমই জানতেন। আবার কোভিড নিয়ে অনেক ভ্রান্তধারণাও ছিল। সেই সময়ের বর্ণনায় লাকী বলেন, ***"এলাকার সবাই ঘরের মধ্যেই ছিলাম। এমন একটি ভাইরাসের সাথে আমরা লড়াই করছিলাম যা সম্পর্কে আমাদের তেমন ধারণাই নাই"***, তিনি বলেন । ***"অনেকেই অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু ভয়ে হাসপাতালে যেতে পারেননি। কেউ অসুস্থদের কাছে যেতেন না এবং কথাও বলতেন না। আমার নিজের বাবার জ্বর হয় এবং তিনি দীর্ঘ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইনে থাকেন।"***

এছাড়া সবাই বেকার থাকায় দু'বেলা খেতে পারছিলেন না। সেই পর্যায়ে মাস্ক কেনা আর প্রতিনিয়ত সাবান দিয়ে হাত ধোয়া তাদের কাছে ছিল বিলাসিতার মতো। ***"আমরা দু'বেলা খাবারই পাচ্ছিলাম না। কিভাবে আমরা মাস্ক কিনবো, স্বাস্থ্য সচেতন থাকবো এবং বারবার হাত পরিষ্কার করবো?"***, তিনি বলেন।

এরাইজ প্রকল্প এলাকাগুলোতে ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক, হাত ধোয়ার বেসিন ও সাবান বিতরণ করে। লাকী বলেন, ***"আমরা মাস্ক, সাবান, ডিটারজেন্ট এবং হাত ধোয়ার বেসিন পেয়েছি, যা আমাদের খুব উপকারে আসে। আমরা প্রাইমারি গ্রুপের মাসিক মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করি, যেখানে আমরা কোভিড-১৯ এবং কীভাবে ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, সেই ব্যাপারে শিখেছি। এছাড়াও গ্রীনল্যান্ডের বয়স্ক ব্যক্তিরা প্রকল্প থেকে স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন এবং ভ্যাকসিন নিবন্ধন কর্মসূচি থেকে টিকা নিবন্ধন করেছেন"***।

লকডাউন শিথিল হওয়ায় লাকী ও তাঁর স্বামী আবার উপার্জন করতে শুরু করেছেন। তিনি বলেন, ***"আগের চেয়ে আমাদের আয় কম। এখন ৫,০০০ টাকার কাছাকাছি আয় হয়। লকডাউনের ধাক্কা সামলে উঠতে আমাদের অনেক সময় লাগবে।"***

লাকী তাঁর ইচ্ছা শক্তির বলে তাঁর জীবনের সকল উত্থান-পতন পার করে চলেছেন। তিনি তাঁর ব্যবসার বিস্তার করতে চান যাতে তিনি আর্থিক নিরাপত্তা পেতে পারেন। ***"আমি থাকার জন্য একটি পাকা বাড়ি এবং একটি নিরাপদ পরিবেশ পেতে চাই। আমার মেয়েরা শিক্ষিত, কিন্তু এই এলাকায় থাকলে ওদের বিয়েও এই এলাকায় হবে, যা আমি চাইনা। আমি চাই ওরা জীবনে উন্নতি করুক।***

# Afroza

**Bajekazla, Rajshahi City Corporation**

"I wish to have a better sale at my grocery shop, and there would be a range of items available. If only somebody would donate some money which we could use to generate better income."

-Afroza

"আমি আমার দোকানে আরো মালামাল তুলতে চাই, এবং সেখানে বিভিন্ন রকমের জিনিস পাওয়া যাবে। যদি কেউ টাকা দিয়ে সহায়তা করতো তাহলে আয় রোজগার আরো বাড়তো"

-আফরোজা

# Afroza

***"Ever since my husband died from high blood pressure, our lives have turned into a nightmare"***, said 57-year-old Afroza, a resident of Bajekazla for nearly 50 years. After losing her husband, she had to fight an arduous battle to provide for her children. ***"Ten years ago, when my husband was alive, he used to work as a mason, and we had an enjoyable life with seven daughters and a son. Now, he is no more. I felt so helpless. One of my sisters helped me at that time to raise the children."***

She worked as a maid from house to house to feed her family at that time. ***"Those times were a torment and tested my determination. I married off my daughters, and after my son's marriage, he started living separately with his family. I was all alone back then. Later, my youngest child had a divorce and returned to me, and currently lives with me,"*** Afroza said.

While Afroza was alone, she depended on charity from others, going hungry for days, not knowing if she would be able to manage the next meal. However, after reuniting with her younger daughter, she started selling fuel made of wooden logs for a living. But she struggled to make ends meet.

***"My daughter's tailoring work was the only hope for us at that time. According to our ward commissioner's advice and receiving 30,000 BDT from an in-kind source, I started a grocery shop, which helped me begin a new chapter in life. Finally, I saw some light at the end of the tunnel,"*** she said.

Little did she know that the world would face unprecedented challenges that would restrict her to her home and reduce her income sources. ***"I first came to know about COVID-19 from others. It was like a vicious tide engulfing all our happiness. We had to remain in our homes, without income, suffering mental anxiety about the virus. There were times when we starved for days. The food aid from the commissioner and borrowed money saw us through that difficult time,"*** she said.

# আফরোজা

"হাই ব্লাড প্রেসারে আমার স্বামীর মৃত্যুতে আমাদের জীবন এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়", ৫৭ বছর বয়সী আফরোজা বলেন। প্রায় ৫০ বছর ধরে বাজেকাজলায় বসবাস করছেন তিনি। স্বামীকে হারানোর পর তাকে তাঁর সন্তানদের রুটি রোজগারের জন্য যুদ্ধে নামতে হয়। ***"১০ বছর পূর্বে যখন আমার স্বামী জীবিত ছিল, তখন তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। সাতটি মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে আমাদের সাজানো সংসার ছিল। তাঁর মৃত্যুতে আমরা অসহায় হয়ে পড়লাম। তখন আমার বোন আমার সন্তানদের মানুষ করতে সাহায্য করেন।"***

সেই সময় আফরোজা অন্যের বাড়িতে কাজ করে সন্তানদের দেখা-শোনা করেন। ***"সময়টা ছিল এক কঠিন পরীক্ষার মতো। আমি আমার মেয়েদের বিয়ে দিই। এদিকে আমার ছেলে বিয়ে করে আলাদা ভাবে থাকতে শুরু করলো। আর আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে যাই। আমার সবচেয়ে ছোট মেয়ের বিয়ে ভাঙ্গলে সে আমার কাছে ফেরত আসে এবং বর্তমানে সে আমার সাথে থাকে"***, তিনি বলেন।

আফরোজা একা থাকাকালীন অন্যদের সাহায্যে চলছিলেন। তখন প্রায় অনাহারে থাকতে হতো তাঁকে। ছোট মেয়ে ফেরার পর তাঁরা আয়ের উৎস হিসেবে লাকড়ি বিক্রি শুরু করেন। কিন্তু প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে তিনি এই ব্যবসা ধরে রাখতে ব্যর্থ হন।

***"ব্যবসা বন্ধের পর আমার মেয়ের সেলাইয়ের কাজই আমাদের একমাত্র ভরসা ছিল। কমিশনারের পরামর্শে ও একজনের উদারতায় ৩০,০০০ হাজার টাকা পাই। সেই টাকা দিয়ে একটি মুদির দোকান শুরু করি যা আমাকে আবার বেঁচে থাকার আশার আলো দেখায়"***, তিনি বলেন।

করোনা মহামারী তাঁর পরিবারকে ঘরে আটকে রাখবে এবং তাঁর আয়কে সীমিত করে দিবে তা তিনি কল্পনাই করতে পারেননি। ***"আমি এলাকার লোকজনের কাছে প্রথম করোনা সম্পর্কে জানতে পারি। মনে হলো এক কালোছায়া আমাদের সুখ-শান্তি কেড়ে নিচ্ছে। আমাদের সবাইকে রোজগার ছাড়া থাকতে হয়েছে। করোনা ভাইরাস নিয়ে আমরা চিন্তিত ছিলাম। এমন সময় ছিল আমরা কয়েকদিন ধরে না খেয়ে থেকেছি। কমিশনারের দেওয়া খাবার ও ধারের টাকায় আমাদের কঠিন দিনগুলো পার হতো"***, তিনি বলেন।

*Afroza working in her small grocery shop*

What made matters worse was that the people of Bajekazla had no idea about the virus. The misconceptions were looming large, and nobody knew how to combat the virus. ***"At that time, if people would fall ill, none would go for help. They would be in isolation, not receiving any healthcare support,"*** Afroza said. She added, ***"We struggled to manage a meal for a day. How would we buy masks and wash hands and remain health-conscious?"***

Afroza and others received reusable masks, soap, detergents and handwashing stations through the ARISE project. Through primary group (PG) and community development organisation (CDO) meetings in the area, people came to know about COVID-19 and the means of restraining the infection rate. ***"We attended PG meetings and got to know about the virus. We were taught to maintain three feet distance from each other, wear masks properly, and washing hands frequently."*** She said, ***"We have received free doctor's consultation and medicine from the project. Through the vaccine registration campaign, many registered for the COVID-19 vaccine."***

Although the COVID-19 lockdowns are no longer in place, Afroza is still struggling to earn money. Since her business got shut down during the lockdown, she had to use all her savings. She is now bringing goods to the shop on loan, and after paying off the loan, she barely earns BDT 50-60 a day.

Afroza aspires to expand her business. She said, ***"I wish to have a better sale at my grocery shop, and there would be a range of items available. If only somebody would donate some money which we could use to generate better income."***

বাজেকাজলার মানুষদের করোনা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না যা পরিস্থিতিকে আরো সঙ্কটাপন্ন করে তোলে। তাছাড়া করোনা নিয়ে মানুষের মাঝে নানা ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ভাইরাস কিভাবে প্রতিরোধ করবে তা নিয়ে মানুষের ধারণাই ছিল না। আফরোজা বলেন, ***"সেই সময় মানুষ অসুস্থ হলে কেউ তাঁর কাছে যেত না, একা থাকতে হতো এবং তিনি কোনো স্বাস্থ্য সহযোগিতা পেতেন না।"*** তিনি আরো বলেন, ***যেখানে আমরা একবেলার খাবার পাচ্ছিলাম না, সেখানে কীভাবে মাস্ক কিনে পড়বো এবং হাত ধুয়ে স্বাস্থ্য-সচেতন থাকবো?"***

আফরোজা এবং অন্যরা এরাইজ প্রকল্পের মাধ্যমে মাস্ক, সাবান, ডিটারজেন্ট এবং হাত ধোয়ার বেসিন পেয়েছেন। এলাকায় পিজি এবং সিডিও মিটিংয়ের মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংক্রমণের হার রোধ করার উপায় জেনেছেন। ***"আমরা পিজি মিটিংয়ে অংশ নিয়েছিলাম এবং ভাইরাস সম্পর্কে জেনেছি। আমাদের একে অপরের থেকে তিন ফুট দুরত্ব বজায় রাখা, সঠিকভাবে মাস্ক পরা, ঘন ঘন হাত ধোয়া শেখানো হয়েছিল।"*** তিনি বলেন, ***"তাছাড়া আমরা প্রকল্প থেকে বিনামূল্যে ডাক্তারের পরামর্শ ও ওষুধ সামগ্রী পেয়েছি। প্রচারণার মাধ্যমে আমরা অনেকেই করোনার টিকার জন্য নিবন্ধন করেছি এবং টিকা গ্রহণ করেছি।"***

লকডাউন পরবর্তী সময়ে আফরোজা আয় রোজগারের জন্য আবার লড়াই শুরু করেন। যেহেতু কোভিডের সময় তাঁর ব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই জীবিকার তাগিদে তিনি ব্যবসার মূলধন খরচ করে ফেলেন। ফলে তিনি এখন ধার করে দোকানে পণ্য তুলছেন। প্রতিদিন সেই ঋণ পরিশোধের পর সর্বসাকুল্যে ৫০-৬০ টাকা রোজগার করেন।

আফরোজার স্বপ্ন তাঁর ব্যবসা আরো প্রসারিত করা। তিনি বলেন, ***"আমি আমার দোকানে আরো মালামাল তুলতে চাই। যদি কেউ টাকা দিয়ে সহায়তা করতো তাহলে আয় রোজগার আরো বাড়তো"***।



She reflected on the ARISE project, saying, "ARISE has been quite helpful for us during the COVID-19 induced lockdowns. We have learnt about the COVID-19 virus, and how to protect ourselves from the virus through the project."

আফরোজা এরাইজকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ***"করোনার সময় এরাইজ আমাদের অনেক উপকার করেছে। আমি আশা করি প্রকল্পটি আরো অনেক দিন আমাদের পাশে থাকবে।"***

*Afroza washing her utensils in front of her house in Bajekazla, Rajshahi*

# Parvin Aktar Shahana

**Green Land, Khulna City Corporation**

"I wish to expand my business and own a bigger shop. We all have been in the harsh gasp of financial instability. Besides, our environment is always impacted by climatic hazards. I wish the government could provide us with houses that can withstand climate-induced events. All I want is for all of us to be happy and lead a secure life. "

-Parvin Aktar Shahana

"আমি আমার ব্যবসা আরো বড় করতে চাই এবং বড় দোকানের মালিক হতে চাই। আমরা সবাই আর্থিক সঙ্কটে ছিলাম। এছাড়া আমাদের গ্রীনল্যান্ড সবসময় জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাবিত হয়। আমি আশা করি, সরকার আমাদের এমন ঘর বানিয়ে দেবে যা ঘুর্ণিঝড় সহনশীল। আমি চাই আমরা যেন সবাই সুস্থ এবং নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারি"

-পারভীন আক্তার শাহানা

# Parvin Aktar Shahana

Parvin belonged to a reputable family. Her late father was an MBBS doctor, and her late husband was a government worker. She lost her husband 26 years ago, and since then, she has been taking on life's challenges on her own. ***"I received compensation from the government for the death of my husband. However, my in-laws illegally seized that money and bought land in their name. Later, I left my in-laws with my three daughters and came to Green Land. I took a rented house for BDT 30 back then."***

Parvin has been living in Green Land for 25 years. Her daughters are grown-ups now. The elder daughter lives in Dhaka with her husband, the younger one is divorced and is an entrepreneur. Parvin lives with her and her eldest grandson.

In her initial years in Green Land, Parvin used to craft paper bags, and earn a living by selling them. She is now the owner of a small grocery, and works as a social volunteer. ***"I own a small grocery shop. The income is not much, around BDT 7,000 to 8,000. I have been working with BRAC for a long time now. I started with one of the Cholera related projects and received remuneration back then."***

Parvin has an innate urge to work for society. She had been part of the formation of the community development organisation (CDO). ***"When BRAC took the initiative to form a CDO, people barely had an interest in it. I went to the community people and made everyone realise that the CDO would work for our society. I am the secretary of this CDO, and I solemnly try to carry out my responsibilities."***



# পারভীন আক্তার শাহানা

পারভীনের জন্ম হয়েছিল আর্থিকভাবে স্বচ্ছল এক পরিবারে। তাঁর প্রয়াত পিতা ছিলেন একজন এমবিবিএস ডাক্তার এবং মৃত স্বামী ছিলেন একজন সরকারি চাকুরিজীবী। ২৬ বছর আগে তিনি স্বামীকে হারান। সেই থেকে তাঁর জীবনসংগ্রাম শুরু হয়। পারভীন বলেন, ***"আমি আমার স্বামীর মৃত্যুর পর সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ পাই। তবে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন অবৈধভাবে টাকা আত্মসাৎ করে এবং সেই টাকা দিয়ে তাদের নামে জমি কিনে নেয়। পরে আমি আমার তিন মেয়েকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে গ্রীনল্যান্ডে চলে আসি।"***

পারভীন ২৫ বছর হলো গ্রীনল্যান্ডে আছেন। তাঁর মেয়েরা এখন বড় হয়েছেন। বড় মেয়ে তাঁর স্বামীর সাথে ঢাকায় থাকে এবং তাঁদের ছেলেকে পারভীন দেখাশুনা করেন। পারভিনের তালাকপ্রাপ্ত ছোট মেয়ে বিচ্ছেদের পর তাঁর সাথে থাকা শুরু করেন। নাতি এবং ছোট মেয়েকে ঘিরেই এখন পারভিনের পৃথিবী।

গ্রীনল্যান্ডে এসে পারভীন প্রথমে কাগজের ব্যাগ তৈরি শুরু করেন এবং সেগুলো বিক্রি করে পরিবারের ভরণপোষণ করতেন। এখন তিনি একটি ছোট মুদি দোকানের মালিক। পাশাপাশি একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গ্রীনল্যান্ডে কাজ করেন। পারভীন বলেন, ***"আমি ছোট একটি মুদি দোকানের মালিক। দোকানের আয় বেশি না- ৭,০০০ থেকে ৮,০০০ টাকা। দোকানের পাশাপাশি আমি অনেক দিন ধরে ব্র্যাকের সাথে কাজ করছি। আমি ব্র্যাকের কলেরা প্রকল্প দিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। তখন এ কাজের জন্য কিছু সম্মানী দেওয়া হতো।"***

সমাজের জন্য কাজ করা পারভীনের সহজাত প্রবৃত্তি। কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন গঠনের সময় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। ***"যখন ব্র্যাক একটি সিডিও গঠনের উদ্যোগ নেয়, তখন লোকজনের আগ্রহ খুব কম ছিল। আমি এলাকার মানুষের কাছে গিয়েছি এবং সবাইকে বুঝিয়েছি যে সিডিও আমাদের জন্যই কাজ করবে। আমি এই সিডিওর সেক্রেটারি এবং নিষ্ঠার সাথে আমার দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করি।"***

*Parvin Aktar Shahana working in her small grocery shop*

Parvin came to know about COVID-19 from one of the BRAC community organisers. She and others in the community had barely any knowledge about the virus. ***"During the onset of the pandemic, we had to stay in our homes. The majority lost their income and struggled to put food on the table. All of us were confronting the same state. Therefore, no one could help each other."***

She said, ***"I used up all my savings and had to borrow money. We received BDT 1,500 from BRAC Urban Development Programme, and the food aid from the councillor helped us survive the lockdown."***

When the infection rate was at its peak, Parvin stepped up as a community leader. She said, ***"At that time, when people were infected by COVID-19, we would flag those houses, and send the patient to the hospital. We would require others in the family to stay at home. We provided these flagged houses with all the necessary things such as food and medicine."*** According to Parvin, the pandemic had a multifaceted impact on the Green Land community. There has been economic suffering, health crisis, increased domestic violence, and early marriage.

While talking about the ARISE and its activities, Parvin said, ***"Through ARISE, we learnt what the virus is, and how we can minimise the infection rate. We have learnt to wash our hands properly, wear masks and maintain physical distance. Through leaflets and their illustrations, we got further information about the virus."***

She added, ***"The project has also provided masks, soap, detergent, and handwashing devices which have been helpful to minimise the infection risks. In addition to that, through the vaccine registration initiatives, 90% of the community have been able to register, and get vaccinated."*** Through the leadership training initiatives, Parvin has received training on different aspects of being a leader.

*Parvin Aktar Shahana taking a walk in her locality*

পারভীন ব্র্যাকের একজন কমিউনিটি অর্গানাইজারের কাছ থেকে কোভিড-১৯ সম্পর্কে জানতে পারেন। তাঁর এবং এলাকার অন্যদের ভাইরাস সম্পর্কে কম ধারণা ছিল। ***"করোনার শুরু থেকে আমাদের বাড়িতে আটকে থাকতে হয়েছে। প্রায় সবাইকে তাঁদের রোজগার হারিয়ে না খেয়ে থাকতে হয়েছে। তখন সবার একই অবস্থা হওয়ায় একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে পারেনি।"***

তিনি বলেন, ***"সেই সময় আমার সব সঞ্চয় খরচ হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে টাকা ধার করি। আমরা ব্র্যাক আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের কাছ থেকে ১,৫০০ টাকা পেয়েছি এবং কাউন্সিলরের খাদ্য সহায়তায় কোনোমতে দিনগুলো পার করি।"***

যখন করোনা সংক্রমণের হার বেশি ছিল, পারভীন সমাজের দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে তাঁর দায়িত্বপালন করেছেন। তিনি বলেন, ***"সেই সময় যারা করোনা আক্রান্ত হচ্ছিল, আমরা তাদের বাড়িগুলো চিহ্নিত করি, রোগীকে হাসপাতালে পাঠাই এবং পরিবারের অন্যদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করি। আমরা চিহ্নিত বাড়িগুলোতে খাবার এবং ওষুধের মতো প্রয়োজনীয় সব জিনিস সরবরাহ করেছি"***। পারভিনের মতে, করোনা মহামারী গ্রীনল্যান্ডের উপর বহুমুখী প্রভাব ফেলেছে। যেগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক দুর্ভোগ, স্বাস্থ্য সঙ্কট, পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি এবং বাল্যবিবাহ উল্লেখযোগ্য।

এরাইজ কর্মসূচি সম্পর্কে পারভীন বলেন, ***"এরাইজ-এর মাধ্যমে আমরা করোনা এবং কীভাবে আমরা এর সংক্রমণের হার কমাতে পারি তা শিখেছি। সঠিকভাবে হাত ধোয়া, মাস্ক পরা এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে জানতে পেরেছি। এছাড়া লিফলেটের মাধ্যমে আমরা ভাইরাস সম্পর্কে আরো পরিস্কার ধারণা পেয়েছি।"***

তিনি আরো বলেন, ***"প্রকল্পটি মাস্ক, সাবান, ডিটারজেন্ট এবং হাত ধোয়ার বেসিন সরবরাহ করেছে যা সংক্রমণের ঝুঁকি কমিয়েছে। এছাড়াও টিকা নিবন্ধন উদ্যোগের মাধ্যমে এলাকার ৯০ শতাংশ মানুষ নিবন্ধন করেছে এবং টিকা নিয়েছে।"*** এরাইজের মাধ্যমে পারভীন একজন যোগ্য নেত্রী হওয়ার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

She said, ***"Other CDO members and I have received leadership training. We have learnt how to be better leaders, face challenges, solve problems as a leader, and speak in public. I used to feel shy about talking in public before. But through this leadership training, I have overcome it. We participated in inter-city learning sharing events online; and these meetings have enhanced our knowledge as we could share each other's experience of the pandemic through the events."***

Although the COVID-19 infection rate is slowing, the financial condition of the people is far from ideal. Parvin has restarted her business, but the monthly income has dropped to BDT 3,000. She believes it will take years to recover the financial losses.

She wishes Green Land to prosper and recover from the pandemic as soon as possible. She said, ***"I wish to expand my business and own a bigger shop. We all have been in the harsh gasp of financial instability. Besides, our environment is always impacted by climatic hazards. I wish the government could provide us with houses that can withstand climate-induced events. All I want is for all of us to be happy and lead a secure life. "***

She said, ***"The ARISE project provided support to 1,000 selected families. However, there are more than 3,000 families in Green Land. Those who did not receive any support come to the CDO members asking for it. We did not have any answer to that. I hope the project will work for a longer period to support all the 3,000 families in Green Land."***

*Parvin Aktar Shahana with her grandson in front of her shop*



এ ব্যাপারে তিনি বলেন, *"অন্যান্য সিডিও সদস্যরা এবং আমি নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ পেয়েছি। আমরা শিখেছি কীভাবে ভালো নেত্রী হতে হয়, চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয় এবং জনসমক্ষে কথা বলতে হয়। আগে কথা বলতে লজ্জা লাগতো। কিন্তু এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমি তা কাটিয়ে উঠেছি। এছাড়া আমরা অনলাইনে লার্নিং শেয়ারিং ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছি। বৈঠকগুলো থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি এবং করোনা সম্পর্কে একে অপরের অভিজ্ঞতা জানতে পেরেছি।"*

এখন সংক্রমণের হার কমলেও মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। পারভীন তাঁর ব্যবসা পুনরায় শুরু করেছেন, কিন্তু মাসিক আয় ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ টাকায় নেমে এসেছে। তাঁর মতে, এই আর্থিক ক্ষতি পুনরুদ্ধার করতে বেশ কয়েক বছর সময় লেগে যাবে।

পারভীন তাঁর এলাকার উন্নতি এবং মহামারী থেকে দ্রুত মুক্তি কামনা করেন। তিনি বলেন, *"আমি আমার ব্যবসা আরো বড় করতে চাই এবং বড় দোকানের মালিক হতে চাই। আমরা সবাই আর্থিক সঙ্কটে ছিলাম। এছাড়া আমাদের গ্রীনল্যান্ড সবসময় জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাবিত হয়। আমি আশা করি, সরকার আমাদের এমন ঘর বানিয়ে দেবে যা ঘূর্ণিঝড় সহনশীল। আমি চাই আমরা যেন সবাই সুস্থ এবং নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারি"*।

সবশেষে পারভীন এরাইজ সম্পর্কে বলেন, *"এরাইজ নির্বাচিত ১,০০০ পরিবারকে সহায়তা দিচ্ছে। তবে গ্রীনল্যান্ডে তিন হাজারের বেশি পরিবার রয়েছে। যারা সাহায্য পাননি, তাঁরা সিডিও সদস্যদের কাছে সাহায্য চান। আমরা কোনো উত্তর দিতে পারিনি। আমি আশা করি প্রকল্পটি গ্রীনল্যান্ডের ৩,০০০ পরিবারকেই ভবিষ্যতে সহায়তা করবে এবং লম্বা সময় আমাদের পাশে থাকবে।"*

# Shamina

**Shyampur, Dhaka South City Corporation**

"I thought this vaccination required money. However, I got over these misconceptions while registering for it. The BRAC apa, who helped me register, explained that getting vaccinated is free of charge."

-Shamina

"আমি ভাবতাম এই টিকা দিতে টাকা লাগে, রেজিস্ট্রেশন করার সময় আমার এই ভুল ধারণা ভাঙ্গে। পরে নিবন্ধনের সময় ব্র্যাকের যে আপা রেজিস্ট্রেশন করতে সাহায্য করেছিলেন, তিনি আমাকে জানান- এ টিকা বিনামূল্যে নেওয়া যায়"

-শামিনা

# Shamina

Shamina started to live her dream, marrying the person she loved in Bhola. However, her in-laws did not like Shamina much. Her husband did not have any income. So, they were forced to live separately. They moved to Shyampur, and started a new life. She has been living in Shyampur for 16 years, and now has a family of five members.

Initially, they were suffering financially. Shamina's husband started driving a rickshaw to earn a living, but he was reluctant to work regularly. He earned day to day, so if he did not work for the day they did not eat. Confronting financial hardship, Shamina started working at a chemical factory where she used to wrap chemical items. Breathing the fumes at the factory, Shamina fell ill. ***"Four years ago, while working in the kitchen, I suddenly blacked out"***, Shamina said.

According to her husband, she had a stroke that left her unconscious for a long time. She was admitted to Bhola hospital. She said, ***"When my senses came back, I realised that I was in a hospital bed lying half-paralysed, and unable to speak properly"***. She remained bedridden, with all her dreams abruptly turned into nightmares. Her husband, Mushrikul, had to mortgage all his belongings to pay for Shamina's treatment.

Shamina slowly returned to her feet. They came back to Shyampur, but their financial condition was still precarious, and they were in significant debt. Her husband started working as a mason, and seeing her husband struggling financially, Shamina realised she also needed to earn.

Shamina applied for livelihood support from BRAC Urban Development Programme, and the loan was sanctioned. She started a tea stall with the money, and they gradually achieved financial stability through their efforts. Shamina started living happily again and their life became joyous with the birth of their children.

*Shamina cooking in her kitchen*

# শামিনা

শামিনা ভোলায় নিজের ভালোবাসার মানুষটিকে বিয়ে করে স্বপ্নের জীবন শুরু করেন। তবে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন শামিনাকে তেমন পছন্দ করতেন না। ফলে তিনি নানাবিধ পারিবারিক সহিংসতার শিকার হন। তাঁর স্বামী মুশরিকুলের কোনো আয় ছিল না। তাই তাঁকে আলাদা থাকতে বাধ্য করা হয়। তাঁর স্বপ্নভরা নতুন জীবন শুরুতেই হোঁচট খায়। পরে তাঁরা শ্যামপুরে চলে আসেন এবং নিজেদের ধীরে ধীরে গুছিয়ে নেন। স্বামী-সন্তান নিয়ে তাদের এখন পাঁচজনের পরিবার। আজ ১৬ বছর তিনি শ্যামপুরে বসবাস করছেন।

শামিনার স্বামী জীবিকা নির্বাহের জন্য রিকশা চালাতে শুরু করলেও সবসময় কাজ করতে নারাজ। একদিন রিকশা না চালালে সেই দিন তাদের পেটে খাবার জুটতো না। আর্থিক অসচ্ছলতার মুখোমুখি হয়ে শামিনা একটি রাসায়নিক কারখানায় কাজ শুরু করেন। তাঁর কাজ ছিল বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্যাকেটজাত করা। দীর্ঘদিন বিষাক্ত গ্যাসের ভিতরে কাজ করে শামিনা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ***"চার বছর আগে রান্না ঘরে কাজ করার সময় আমি আচমকা অজ্ঞান হয়ে যাই"***, শামিনা বলেন।

তাঁর স্বামীর মতে, হঠাৎ তাঁর ব্রেইনস্ট্রোক হয়। ফলে তিনি দীর্ঘদিন অচেতন ছিলেন। তাঁকে তখন তাঁর বাবা-মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে ভোলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শামিনা বলেন, ***"যখন আমার জ্ঞান ফেরে, তখন আমি হাসপাতালের বিছানায়। দেহের একপাশ অচল এবং ঠিক মতো কথা বলতে পারছিলাম না"***। শয্যাশায়ী হয়ে শামিনা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং তাঁর জীবন দুঃস্বপ্নময় হয়ে ওঠে। এদিকে শামিনার চিকিৎসায় তাঁর স্বামী সব সম্পদ বন্ধক রাখেন।

সময়ের সাথে শামিনা সুস্থতা ফিরে পেয়ে কিছুটা আশার আলো দেখেন। ফিরে আসেন শ্যামপুরে। কিন্তু তাঁদের আর্থিক অবস্থা তখনও খারাপ ছিল এবং মাথায় ছিল বড় ঋণের বোঝা। তাঁর স্বামী রাজমিস্ত্রির কাজ শুরু করেন এবং স্বামীকে আর্থিকভাবে কষ্টে দেখে শামিনা আবার উপার্জনের কথা ভাবেন।

শামিনা ব্র্যাক ইউডিপিতে আর্থিক সহায়তার আবেদন করেন এবং তাঁর ঋণ মঞ্জুর হয়। টাকা দিয়ে তিনি একটি চায়ের স্টল শুরু করেন। কঠোর প্রচেষ্টায় তাঁদের আর্থিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। শামিনার জীবন আবার সুখের হয়ে ওঠে এবং তাঁদের জীবনকে আলোকিত করে তাদের সন্তানদের জন্ম হয়।

Her family again confronted hardship during the COVID-19 lockdown. ***"We had no income. Both Shamina and I were sitting at home without work. The anxiety of feeding our family members was enormous. We had to borrow money to get through those dreary days,"*** Mushrikul said. Their anxieties were not confined to just their income. They had little knowledge about COVID-19, and the myths associated with the virus frightened them.

Shamina is a member of the ARISE primary group (PG), and through the meetings, she got to know about COVID-19, and how to protect herself from the virus. She also received reusable masks, soap, and detergent powders to effectively combat the virus. She said, ***"Everyone had their own perception of the virus. For some, the virus affects sinners. Some said it is a disease of the rich, not the poor. These statements were misleading to me, and for others. Through the PG meetings and the leaflets and stickers on our community walls, we realised what corona is, the symptoms, and what measures to take to minimise corona infection rate."***

Shamina has also benefitted from the ARISE vaccine registration campaign conducted in her neighbourhood. She and her husband registered through the campaign, and received the vaccine. ***"I was confused about the registration process. With the help of ARISE, we were able to register, and get vaccinated." She said, "I thought this vaccination required money. However, I got over these misconceptions while registering for it. The BRAC apa, who helped me register, explained that getting vaccinated is free of charge."***

Shamina admires the ARISE project, saying, ***"Such projects should be frequent in our community, it helped us survive our darkest period"*** .

Shamina and her husband are slowly recovering their income sources after the lockdowns were lifted. Mushrikul is helping Shamina in her business whenever he can, and Shamina's will for survival is strong again.

*Shamina's husband Mushrikul helping her in the tea stall*

লকডাউনের সময় তাঁরা আবার কিছুটা প্রতিকুলতার সম্মুখীন হন। তাঁর স্বামী মুশরিকুল বলেন, *"আমাদের কোনো আয় ছিল না। আমি আর শামিনা দুজনেই বেকার বসে ছিলাম। পরিবারের সদস্যদের দুবেলা খাবার জোটাতে কষ্ট হচ্ছিলো। টাকা ধার করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না আমাদের"*। শুধু আয়ের উৎস নিয়েই দুশ্চিন্তা ছিল তা নয়। শামিনা এবং তাঁর আশেপাশের কেউ কোভিড সম্পর্কে জানতেন না এবং ছিল অনেক ভ্রান্ত ধারণা।

শামিনা এরাইজ প্রকল্পের প্রাইমারি গ্রুপের একজন সদস্য হন। মিটিংয়ে তিনি কোভিড-১৯ এবং নিজেদের রক্ষার উপায়গুলো সম্পর্কে জানেন। শামিনা এবং অন্যরা ভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক, সাবান এবং ডিটারজেন্ট পাউডার পেয়েছেন। শামিনা বলেন, *"করোনা সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না। এই ব্যাপারে প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো ভ্রান্ত ধারণা ছিল। কারো কারো মতে, এই ভাইরাস পাপের ফল। কেউ কেউ বলেন, এটা ধনীদের রোগ, গরিবদের হবে না। এই সব অনেক বিভ্রান্তিকর ছিল। প্রাইমারি গ্রুপ মিটিং এবং আমাদের এলাকার দেয়ালে দেয়ালে লাগানো এরাইজের লিফলেট ও স্টিকারের মাধ্যমে আমরা করোনার লক্ষণ এবং বাঁচার উপায় সম্পর্কে জানতে পারি"*।

শামিনা এবং তার স্বামী এরাইজ ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্পেইন থেকে নিবন্ধন করেন এবং টিকা গ্রহণ করে উপকৃত হন। *"আমি নিবন্ধন কীভাবে করবো বুঝতে পারছিলাম না। এরাইজ প্রকল্পের সাহায্যে আমরা নিবন্ধন করে টিকা নিয়েছি।"* তিনি আরো বলেন, *"আমি ভাবতাম এই টিকা দিতে টাকা লাগে। পরে নিবন্ধনের সময় ব্র্যাকের যে আপা রেজিস্ট্রেশন করতে সাহায্য করেছিলেন, তিনি আমাকে জানান- এ টিকা বিনামূল্যে নেওয়া যায়"*।

শামিনা এরাইজ প্রকল্পের প্রশংসা করে বলেন, *"আমাদের এলাকায় এই ধরনের প্রকল্পগুলো বার বার আসা উচিত। প্রকল্পটি আমাদের অনেক সাহায্য করেছে"*। তিনি এরাইজ প্রকল্পের উদ্যোগগুলোকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রকল্পটি থেকে ভবিষ্যতে আরো সাহায্য পাওয়ার আশা ব্যক্ত করেন।

লকডাউনের পরে শামিনা ও তাঁর স্বামী ধীরে ধীরে তাঁদের আয়ের উৎস পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছেন। মুশরিকুল সব সময় শামিনাকে তাঁর ব্যবসায় সাহায্য করেন। শামিনার বেঁচে থাকার ইচ্ছাশক্তি আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠছে। সব প্রতিকুলতা পেরিয়ে তাঁর সন্তানদের একটি সুন্দর জীবন উপহার দিতে চান তিনি।

# Amirunnesa

**Green Land, Khulna City Corporation**

"I have learnt to wash hands properly, and to wear masks. I also shared things I learnt from the meetings with my neighbours. We have also registered for the COVID-19 vaccination through the vaccine registration campaign organised by the project."

-Amirunnesa

"আমি সঠিক উপায়ে হাত ধোয়া এবং মাস্ক পরা শিখেছি। মিটিং থেকে যা শিখেছি সেগুলো প্রতিবেশীদের জানিয়েছি। এছাড়াও আমরা প্রকল্পের করোনার টিকা নিবন্ধন কার্যক্রমের মাধ্যমে টিকা নিবন্ধন করেছি।"

-আমিরুন্নেসা

# Amirunnesa

Amirunnesa is 50 years old and living in Green Land, Khulna with two of her sons and a daughter. Her husband passed away 21 years ago. Since then, she has been fighting for her family's existence. Since the death of her husband, she has had several jobs. She has been a cook in a hotel and was a daily labourer at one point in her life. She said, ***"I used to work the whole day, go hungry, and bring food to my kids at the end of the day. Later, I started a small tea stall, and earned a living through it."*** She said, ***"My elder son got married and lives separately now. My daughter has left her husband's house with her son after surviving domestic violence, and now lives with me."***

Amirunnesa's younger son drives a rickshaw van, and together they used to earn around BDT 18,000. However, she could not run her business during the pandemic due to the lockdown. Since then, her tea stall business has been on hold. ***"When the lockdown was imposed, my son and I could not earn any money. My shop was closed, and I had to use all the business capital to feed ourselves. Now, I am struggling to reopen the business due to lack of money."***

Amirunnesa and her family faced difficult days. They were struggling to feed themselves. ***"All our neighbours were struggling financially. We could barely manage food once a day. There were days of starving, borrowing money and depletion of business capital. Confronting hunger pains, my son tried to drive his van during the lockdown. But the police did not let him do so. Cash support of BDT 1,500 from BRAC Urban Development Programme and food aid from the commissioner helped us significantly at that time."***

According to Amirunnesa, people were suffering from anxiety and mental distress. People could not sleep at night. Health challenges were looming large, but there was no healthcare support. ***"Many had fallen physically ill. There were no doctors available. Most of us had to stay in our houses, and endure the distress induced by disease."***

*Amirunnesa in her kitchen in Green Land, Khulna*



# আমিরুন্নেসা

আমিরুন্নেসার বয়স ৫০ বছর। তিনি তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে সহ গ্রীনল্যান্ডে বসবাস করছেন। তাঁর স্বামী ২১ বছর আগে মারা যান। সেই থেকে তিনি তাঁর পরিবারের জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই তিনি তাঁর সন্তানদের রুটি রোজগারের জন্য বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত। তিনি হোটেলে রান্না করতেন এবং জীবনের একটা সময়ে দিনমজুরও খেটেছেন। *"আমি না খেয়ে সারাদিন কাজ করতাম এবং দিন শেষে আমার বাচ্চাদের জন্য খাবার নিয়ে আসতাম। পরে আমি একটি চায়ের দোকান দেই এবং সংসারের খরচ চালাই।"* তিনি বলেন, *"আমার বড় ছেলে বিয়ে করে আলাদা হয়ে যায়। অন্যদিকে শ্বশুরবাড়ির নির্যাতনের স্বীকার হয়ে আমার মেয়ে তার ছেলেকে নিয়ে আমার সাথে থাকা শুরু করে"*।

আমিরুন্নেসার ছোট ছেলে ভ্যান চালান এবং দু'জনের মিলে তাঁরা প্রায় ১৮,০০০ টাকা আয় করতেন। লকডাউনে তিনি তাঁর ব্যবসা আর চালাতে পারেননি। তিনি বলেন, *"যখন লকডাউন শুরু হয়, তখন আমার ছেলে এবং আমার রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। আমার দোকান বন্ধ ছিল এবং পেটের দায়ে ব্যবসার মূলধন খরচ করতে হয়। এখন টাকার অভাবে আমি আর ব্যবসা শুরু করতে পারছি না"*।

সেই সময়ের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, *"প্রতিবেশীরা সবাই রোজগার হারান। একবেলা খাবার যোগার করতে রীতি মতো সবাই হিমশিম খেয়েছে। উপায় না দেখে আমার ছেলে লকডাউনের সময় ভ্যান নিয়ে লুকিয়ে বের হবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পুলিশের ধাওয়ার মুখে তাঁকে ফিরে আসতে হয়। আমরা ব্র্যাক ইউডিপি থেকে নগদ ১,৫০০ টাকা পেয়েছিলাম। তাছাড়া কমিশনারের খাদ্য সহায়তা ছিল আমাদের জন্য এক বড় সাহায্য"*।

আমিরুন্নেসার মতে, সেই সময় সবাই দুশ্চিন্তা ও মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। রাতে ঘুম হতো না। স্বাস্থ্য সমস্যা এক বড় উদ্বেগের কারণ ছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যসেবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তিনি বলেন, *"শারীরিকভাবে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কোনো চিকিৎসক পাওয়া যায়নি। আমাদের বেশিরভাগকে ঘরেই থাকতে হয়েছিল"*।

People who had the symptoms of infection had to quarantine for 14 days. They could only come out when they were tested negative.

Amirunnesa has been a participant of the ARISE project for the past year. She is a community development organisation (CDO) member as well. She has attended community development organisation meetings where she learnt about COVID-19 and how to minimise the risk of infection. ***"I have learnt to wash hands properly, and to wear masks. I also shared things I learnt from the meetings with my neighbours. We have also registered for the COVID-19 vaccination through the vaccine registration campaign organised by the project."***

Amirunnesa has also received healthcare support from the ARISE health campaigns. She said, ***"I had multiple health challenges, such as joint pains, chest pain and diabetes. I attended the health camp, and received doctor's consultation and free medicine. Many others in the community have also received healthcare services like me."***

Though the pandemic has been waning, Amirunnesa has yet to recover from the financial losses. She has been paying BDT 1,600 each week as loan repayment. As a result, she has been buying her groceries with loans and suffering a vicious cycle of debt. Her youngest son passed the SSC exam, and Amirunnesa had to borrow money to pay the fees for the college admission.

Even with all the suffering she has endured, Amirunnesa hopes for a better life. She hopes to relaunch her business and expand it. She hopes her son will start another business and pay off all her debts. After surviving the pandemic, she is looking to build a happy life with her family.

*Amirunnesa with her grand child*

*Amirunnesa in her house with her grandson*

আমিরুন্নেসার মতে, গ্রীনল্যান্ডের সবাই কোভিড সম্পর্কে বেশ সতর্ক ছিলেন। যাদের সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল তাঁরা ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। কোভিড পরীক্ষার মাধ্যমেই কেবল তাঁরা বেরিয়ে আসতে পেরেছেন।

আমিরুন্নেসা গত এক বছর ধরে প্রকল্পের একজন সিডিও সদস্য। সিডিও মিটিংয়ে যোগ দিয়ে তিনি কোভিড-১৯ এবং এর সংক্রমণের ঝুঁকি কমানোর উপায় সম্পর্কে জানতে পারেন। ***"আমি এরাইজ-এর সিডিও মিটিং থেকে করোনা সম্পর্কে জেনেছি। অন্যরাও জানতে পেরেছে। সঠিকভাবে হাত ধোয়া ও মাস্ক পরা শিখেছি। মিটিং থেকে যা শিখেছি সেগুলো প্রতিবেশীদের জানিয়েছি। এছাড়াও আমরা প্রকল্পের করোনার টিকা নিবন্ধন কার্যক্রমের মাধ্যমে টিকা নিবন্ধন করেছি।"***

এরাইজ হেলথ ক্যাম্প থেকেও আমিরুন্নেসা স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন। তিনি বলেন, ***"আমার একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যা ছিল। যেমন: জয়েন্টে ব্যথা, বুকে ব্যাথা, ডায়াবেটিস ইত্যাদি। আমি হেলথ ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ এবং বিনামূল্যে ওষুধ পেয়েছি। এলাকার আরো অনেকে আমার মতো স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন। এই জন্য এরাইজ প্রকল্প আমাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরুপ"***।

করোনা সংক্রমণের হার কমে আসার পরেও আমিরুন্নেসা আর্থিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তিনি প্রতি সপ্তাহে ১,৬০০ টাকা ঋণ পরিশোধ করছেন। ফলে ঋণের দুষ্ট চক্রে আটকে আছেন তিনি। অন্যদিকে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং কলেজে পুত্রের ভর্তির ফি যোগাড় করতে তাঁকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে।

আমিরুন্নেসা জীবনের সকল বাঁধা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে একটি সুন্দর জীবনের আশা করেন। তিনি তাঁর ব্যবসা পুনরায় চালু করে আরো প্রসারিত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি আশা করেন, তাঁর ছেলে আবার ব্যবসা শুরু করে তাঁর সব ঋণ পরিশোধ করতে সাহায্য করবেন।

# Mst. Sheema Akter

**Bajekazla, Rajshahi City Corporation**

"People learnt about COVID-19 prevention measures during the pandemic through the project. The group meetings also discussed safeguarding, healthcare, safe drinking water, caring for pregnant mothers, and the importance of nutritious food,"

-Mst. Sheema Akter

"লোকেরা প্রকল্পের মাধ্যমে কোভিড-১৯ প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জেনেছেন। পিজি মিটিংগুলো করোনার পাশাপাশি সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি, গর্ভবতী মায়েদের যত্ন নেওয়া এবং পুষ্টিকর খাবারের গুরুত্ব ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করে"

-মোছাঃ সিমা আক্তার

# Mst. Sheema Akter

Mst. Sheema Akter has been living in Bajekazla since her birth. She is 40 years old now, and is a mother of three children. She and her husband live alone as all her children are married now.

Sheema's life has been full of struggle since her birth. Her father was a day labourer. Since his income could not meet the family's needs, her mother also had to work long hours. Sheema was one of seven brothers and sisters. Due to financial constraints, she was married off at fourteen. ***"I was a teenager when I got married. Soon, in just about a year, I become pregnant. I struggled with the role of a mother. My husband's income was quite low. He had a business selling seasonal vegetables. Due to the financial hardship, we quarreled almost daily. We got separated as a result and I returned to my parents with both of my children."***

After returning to her parents, Sheema felt like a burden. So she started to learn the skill of boutique in a youth development organisation. ***"While learning boutique, I was given BDT 15 a day as a conveyance. I used to save the money for my children's sake. Eight months later, I started to work in another organisation. They used to offer me 20 kilograms of wheat in exchange for my offering. I used to feed this to my children."***

Later down the line, her husband returned to her, and they had another child afterward. Sheema used to earn by offering tuition to the neighbouring kids. She also sat for the SSC exam at that time, but failed in one subject.



# মোছাঃ সিমা আক্তার

জন্মের পর থেকেই মোছাঃ সিমা আক্তার বাজেকাজলায় বসবাস করছেন। তিনি ৪০ বছর বয়সী এবং তিন সন্তানের মা। তিনি এবং তাঁর স্বামী একা থাকেন। কারণ তাঁর সব সন্তান এখন বিবাহিত।

জন্ম থেকেই সিমার জীবন ছিল সংগ্রামে পরিপূর্ণ। তাঁর বাবা ছিলেন একজন দিনমজুর। বাবার আয়ে পরিবারের চাহিদা পূরণ না হওয়ায় তাঁর মাকেও অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সিমারা সাত ভাই-বোন। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ১৪ বছর বয়সেই তাঁর বিয়ে দিয়ে অন্যের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সিমা বলেন, ***"আমাকে অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়। এক বছরের মধ্যেই আমার গর্ভে সন্তান আসে। সেই সময় আমি কোনো কাজ করতে পারতাম না, কিন্তু মা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হতো। তখন আমার স্বামীর আয়ও বেশ কম ছিল। মৌসুমি সবজি বিক্রির ব্যবসা ছিল তাঁর। টাকা-পয়সার অভাবে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো। এইসব কারণে আমরা আলাদা হয়ে যাই এবং আমার দুই সন্তানকে নিয়ে বাবা-মায়ের কাছে ফিরে আসি"***।

বাবা-মায়ের কাছে ফিরে নিজেকে সিমার বোঝা মনে হচ্ছিল। তাই তিনি একটি যুব উন্নয়ন সংস্থায় বুটিকের কাজ শিখতে শুরু করেন। ***"বুটিকের কাজ শেখার সময় আমাকে যাতায়াত বাবদ দৈনিক ১৫ টাকা দেয়া হতো। টাকাটা আমি আমার সন্তানদের জন্য সঞ্চয় করতাম। আট মাসে কাজ শিখে এক সংস্থায় চাকরি শুরু করি। আমার কাজের বিনিময়ে তাঁরা আমাকে মাসিক ২০ কেজি গম দিতেন, যা আমার বাচ্চাদের খাওয়াতাম।"***

কয়েক বছর পর তাঁর স্বামী তাঁর কাছে ফিরে আসেন এবং তাঁদের আরেকটি সন্তান জন্ম নেয়। সেই সময় প্রতিবেশীর বাচ্চাদের টিউশনি করিয়ে রোজগার করতেন সিমা। পাশাপাশি তিনি এসএসসি পরীক্ষা দেন, কিন্তু এক বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি।

In June 2017, Sheema put forward her name for the community development organisation (CDO) election. The councillor knew Sheema personally, and knew about her honesty and integrity. The councillor selected her for the post of cashier of the community development organisation.

২০১৭ সালের জুন মাসে সিডিও নির্বাচনের জন্য সিমা নাম লেখান। কাউন্সিলর সিমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন এবং জানতেন যে তিনি একজন সৎ ও পরিশ্রমী নারী। তাই, কাউন্সিলর তাকে সিডিও-এর ক্যাশিয়ার পদে নির্বাচিত করেন। সেই থেকে তিনি সিডিও'র জন্য কাজ করছেন।

*Sheema in her house*

During the pandemic lockdown, Sheema received BDT 1,500 from the organisation. She said that the rate of early marriage, unemployment, domestic violence, eve-teasing, and drug addiction had intensified during the pandemic.

In March 2021, the ARISE project started working in Bajekazla by conducting primary group (PG) meetings. Through meetings, people were made aware of the COVID-19. ***"People learnt about COVID-19 prevention measures during the pandemic through the project. The groupmeetings also discussed safeguarding, healthcare, safe drinking water, caring for pregnant mothers, and the importance of nutritious food,"*** Sheema said.

Sheema and other community development organisation members also received leadership training from the ARISE project. Through the training, she has learnt various aspects of leadership, including the duties of a good leader, how a good leader acts and takes the initiative, and how to manage community development organisation members as the cashier.

***"There have been two health camps from the ARISE project. People have received free healthcare and medical support through the project. In addition, we have been encouraged to get vaccinated. As a member of the CDO, I have also encouraged others to register for vaccination. I have helped them realise that those who are going to the shops, have to pay a certain amount for the vaccine registration. ARISE vaccine registration campaign offers this free of cost"***, Sheema said.

Sheema mentioned about pregnant women's health and well-being, and urged the ARISE project to work in this regard. Sheema hopes to keep working for her community and believes it will gradually transform society.

*Sheema in her locality*



সিমার মতে, মানুষ মহামারীর শুরু থেকেই ভুগছে। লকডাউনের সময় তাঁরা তাঁদের আয়ের উৎস হারিয়ে অনাহারে পড়েছিলেন। সবার একই অবস্থা হওয়ায় কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারেননি। সেই সময়ে তাঁরা ব্র্যাক ইউডিপি থেকে ১,৫০০ টাকা পান, যা লকডাউনের সময় উল্লেখযোগ্য সহায়তা ছিল। তিনি ইঙ্গিত করে বলেন, মহামারীর সময় বাল্যবিবাহ, বেকারত্ব, সহিংসতা, ইভ-টিজিং এবং মাদকাসক্তির হার বহুগুণে বেড়েছে বাজেকাজলায়।

২০২১ সালের মার্চ মাসে পিজি মিটিং আয়োজনের মাধ্যমে বাজেকাজলায় কাজ শুরু করে এরাইজ। প্রকল্পটির আওতায় বিভিন্নভাবে মানুষকে মহামারী সম্পর্কে সচেতন করা হয়। সিমা বলেন, ***"লোকেরা প্রকল্পের মাধ্যমে কোভিড-১৯ প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জেনেছেন। পিজি মিটিংগুলো করোনার পাশাপাশি সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি, গর্ভবতী মায়েদের যত্ন নেওয়া এবং পুষ্টিকর খাবারের গুরুত্ব ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করে"***।

সিমা এবং অন্যান্য সিডিও সদস্যরাও এরাইজ প্রকল্প থেকে নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি নেতৃত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- একজন ভালো নেত্রী হিসেবে কর্তব্য, তিনি কীভাবে কাজ করেন এবং উদ্যোগ নেন, কীভাবে সিডিও সদস্যদের ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব পরিচালনা করতে হয় ইত্যাদি শিখানো হয়েছে।

সিমা বলেন, ***"এরাইজ প্রকল্প থেকে দু'টি হেলথ ক্যাম্প আয়োজন হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সহায়তা পেয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প থেকে টিকা নিতেও উৎসাহিত করা হয়েছে। সিডিও-এর সদস্য হিসেবে আমি অন্যদেরও টিকা নিতে উৎসাহিত করেছি। আমি তাঁদের বুঝিয়েছি- যারা দোকানে গিয়ে ভ্যাকসিন নিবন্ধন করছেন, তাঁরা টাকার বিনিময়ে করছেন। কিন্তু, এরাইজ ভ্যাকসিন নিবন্ধন হচ্ছে একদমই বিনামূল্যে"***।

পরিশেষে সিমা গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার কথা উল্লেখ করেন এবং এই বিষয়ে কাজ করার জন্য এরাইজ প্রকল্পের প্রতি আহ্বান জানান। সিমা সিডিও সদস্য হিসেবে এলাকার মানুষদের জন্য কাজ চালিয়ে যাওয়ার আশা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন একদিন তাঁর এলাকা বসবাসের জন্য একটি আদর্শ এলাকা হবে। যেখানে শিক্ষিতের হার বাড়বে, লিঙ্গ বৈষম্য থাকবে না, নারীরা আরো ক্ষমতায়ন হবে এবং মানুষ সম্প্রীতি ও শান্তিতে বসবাস করবেন।

# Md. Kamal

**Bajekazla, Rajshahi City Corporation**

"I wish to have some rickshaws that I can rent to the others. At this age, I want a less difficult life."

-Md. Kamal

"আমার নিজের দুই-চারটা রিকশা থাকলে সেই গুলো ভাড়া দিয়ে চলতে পারতাম। এখন আর শরীরে কুলায় না।"

-মোঃ কামাল

# Md. Kamal

Md. Kamal has lived in Hadir Mor, Bajekazla, beside the fast-flowing Padma river, for more than four decades with his daughter and son-in-law in a family of five people. He has been a rickshaw puller since 1973 with a monthly income of 6,000 BDT. ***"The money I make does not meet my family's needs. Therefore, I have to buy groceries as a loan. No matter how hard it is, I have to drive the rickshaw, as I have to pay off my debts."*** He said, ***"I do not ask for money from my sons, as they are also struggling. I will try and earn my bread as long as possible, and when I cannot pull the rickshaw anymore, I will ask for help."***

Before he took to driving a rickshaw, Kamal used to be a mason. ***"My father was also a rickshaw puller, confronting hardships to maintain family needs. Witnessing my father's struggle, I started working as a mason at a young age, hiding it from my family. I gave the money to my mother to cover family expenses. We were ten brothers and sisters in the family. I took responsibility, married them off, and now they are well settled in their lives."*** Kamal said.

Bajekazla communities were hit hard by the adverse effects of COVID-19. Many people lost their income sources, went hungry, and had many misconceptions about the pandemic. Fearing the virus, the slum went into lockdown, not allowing anyone to enter or exit Bajekazla.

Kamal and his family were anxious and confused about COVID-19. ***"I came to know about COVID-19 from my neighbours", Kamal said. "I was frightened. The administration confined us to our homes; grocery shops were shut down; and we were unsure about our future,"*** he added.

# মোঃ কামাল

রাজশাহীর বাজেকাজলার হাদির মোড়ে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর মেয়ে এবং মেয়ের জামাইকে নিয়ে পাঁচ জনের একটি পরিবারে বসবাস করছেন মোঃ কামাল। তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে একজন রিকশাচালক। প্রতিমাসে আয় করেন ৬,০০০ টাকা। কামাল বলেন, *"আমার উপার্জনে পরিবারের চাহিদা মেটে না, বাড়ির পাশের মুদির দোকান থেকে ধার-দেনা করে চলতে হয়। এই ঋণ শোধ করার জন্যই আমি এই বয়সে রিকশা চালাই।"* তিনি বলেন, *"আমার ছেলেদের কাছেও আমি টাকা চাই না, কারণ তাঁরাও অভাব অনটনে আছে। তাই যতটা সম্ভব আমি নিজে আয় করার চেষ্টা করি। যতদিন আমি রিকশা টানতে পারবো, আমি ছেলেদের কাছে ততদিন সাহায্য চাইব না।"*

রিকশা চালানোর আগে কামাল রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। কামাল বলেন, *"আমার বাবাও পেশায় রিকশাচালক ছিলেন। পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে সারাদিন কষ্ট করতেন। বাবার কষ্ট দেখে পরিবারকে না জানিয়ে আমি রাজমিস্ত্রির কাজ শুরু করি এবং প্রতিমাসের আয়ের টাকা মায়ের হাতে তুলে দেই। আমরা দশ ভাই-বোন ছিলাম। আমি তাঁদের দায়িত্ব নিয়েছি, বিয়ের ব্যবস্থা করেছি। এখন তাঁরা জীবনে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।"*

বাজেকাজলাবাসী মহামারীর শুরু থেকেই বিরূপ প্রভাবের মুখোমুখি হয়েছে। অনেকেই আয়ের উৎস হারিয়েছেন, অনাহারে থেকেছেন এবং ভাইরাস সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় ভ্রান্ত ধারণার স্বীকার হয়েছেন। ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে বাজেকাজলা সম্পূর্ণ বিধিনিষেধের আওতায় চলে আসে এবং এলাকায় প্রবেশ বা বাহির হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়।

কামাল ও তাঁর পরিবার করোনা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ও সিদ্ধান্তহীনতায় ছিলেন। *"প্রতিবেশীদের মাধ্যমে আমি করোনা সম্পর্কে জানতে পারি।"* তিনি বলেন, *"আমরা ভয় পেয়েছিলাম, দুশ্চিন্তায় ছিলাম। আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার কারণে আমরা ঘরে থাকি। কোনো রোজগার না থাকায় ভবিষ্যত সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিলাম"*।

The lockdown period was financially difficult for Kamal's family. Kamal's income was impacted as economic activity ground to a halt, and workplaces and educational institutions were shut down. He said, ***"During the lockdown, I almost had no income. That period was like a nightmare. I had to borrow money to survive."***

People living in informal settlements are often overlooked and deprived of their health rights. According to Kamal, people of Bajekazla have always struggled to avail health services, and during the COVID-19 situation, these health services were even more inaccessible.

Kamal also mentioned how the ARISE project supported them. ***"Buying masks was a luxury, as we had barely managed to get food. We have received reusable masks, soaps, and detergents that have helped to protect us from the virus."*** Kamal said, ***"I also received a doctor's check-up from one of the health camps of the ARISE project. The doctor conducted a range of tests on me, and advised me accordingly"***.

Kamal said, ***"We had many misconceptions. People believed the vaccine could cause death. Through awareness-raising campaigns of the ARISE project, this veil of misconception was lifted. We registered through the vaccine registration campaign, and got vaccinated."***

With COVID-19 restrictions gone, workplaces reopened, and educational institutions buzzing again, Kamal is seeing better days income-wise. ***"Though my income is less than before, around 5,000 BDT, I am managing to pay back my debts"***, He said.

Although things are improving, Kamal has to work hard to earn a living. He aspires to a life where making money would not be physically demanding. Kamal said, ***"I wish to have some rickshaws that I can rent to the others. At this age, I want a less difficult life. Living beside the mighty Padma, we always have a fear of losing our land. I wish we could have a more secure life, and not fear for our existence and livelihood."***

*A day in the life of Kamal, the auto-rickshaw puller*

লকডাউনের সময় কামালের পরিবার আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছিল। দেশব্যাপী লকডাউনের ফলে কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ায় সকলের উপার্জন বাধাগ্রস্থ হয়। কামাল বলেন, *"লকডাউনের সময় আমার কোনো আয় ছিল না। পেট চালানোর জন্য আমাকে টাকা ধার করতে হয়েছে।"*

নিম্ন-আয়ের জনবসতিগুলোর মানুষেরা প্রায়শই অবহেলার শিকার হন এবং স্বাস্থ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। কামালের কথায় বিষয়টি আরো প্রতিয়মান হয়। তিনি বলেন, *"বাজেকাজলার মানুষ সব সময় স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত ছিল। করোনার সময় এই সমস্যা আরো বেড়ে যায়।"*

কামাল এরাইজ প্রকল্প সম্পর্কে বলেন, *"তখন মাস্ক কেনা আমাদের জন্য বিলাসিতা ছিল। আমরা দু'বেলা খাবার যোগাড় করতেই হিমশিম খাচ্ছিলাম। এরাইজ প্রকল্প থেকে আমরা মাস্ক, সাবান এবং ডিটারজেন্ট পেয়েছি যা আমাদের ভাইরাস প্রতিরোধে সাহায্য করেছে"। কামাল আরো বলেন, "প্রকল্পটির একটি হেলথ ক্যাম্প থেকে আমি স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছি। ডাক্তার আমাকে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরামর্শ দেন। এরই সাথে ক্যাম্প থেকে আমি বিনামূল্যে ওষুধও পেয়েছি"*।

কোভিড-১৯ এর মতোই তাঁর এলাকায় ছিল টিকাদান নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা। কামাল বলেন, *"সবার ধারণা ছিল টিকাদানে মৃত্যু হতে পারে। এরাইজ প্রকল্পের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারণার মাধ্যমের টিকাদান সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাই এবং ভ্যাকসিন নিবন্ধন কর্মসূচির মাধ্যমে নিবন্ধন করে টিকা গ্রহণ করি।"*

এখন অফিস-আদালত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় খুলেছে। কামাল আবার রিকশা চালাতে শুরু করেছেন। তাঁর বর্তমান আয় ৫,০০০ টাকা যা আগের তুলনায় কম। এই আয় দিয়েই তিনি কোনোমতে তাঁর ঋণ পরিশোধ করছেন এবং জীবিকা নির্বাহ করছেন।

কামালের বয়স হয়েছে। তিনি এখন এমন একটি জীবনের স্বপ্ন দেখেন যেখানে তাঁকে কষ্ট করে টাকা আয় করতে হবে না। কামাল বলেন, *"আমার নিজের দুই-চারটা রিকশা থাকলে সেই গুলো ভাড়া দিয়ে চলতে পারতাম। এখন আর শরীরে কুলায় না।"* কামালের বাড়ি নদীর পাড়ে হওয়ায় সেই জমি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা তাঁর। তিনি স্বপ্ন দেখেন একটি নিরাপদ আবাসের, যেখানে তাঁর ভবিষ্যত নিয়ে কোনো ভয় নাই।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
RAJSHAHI CITY CORPORATION
রিক্সা চালক

# Mehernigar

**Bajekazla, Rajshahi City Corporation**

"We have been encouraged to register for vaccination and get vaccinated. One apa from BRAC came, and helped us realise that the vaccine would protect us from the virus."

-Mehernigar

"আমাদেরকে টিকার রেজিস্ট্রেশন করতে এবং টিকা নিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ব্র্যাক থেকে এক আপা এসে আমাদের বুঝিয়ে গেছেন যে, করোনা থেকে বাঁচতে এই টিকা আমাদের সাহায্য করবে।"

-মেহেরনিগার

# Mehernigar

Mehernigar came to Bajekazla, Rajshahi in 1980 to start a new life with her husband. She is 57 years old, and lives with her daughters. ***"We were leading a decent life with our three sons and two children. Suddenly, my life was turned upside down when my husband left us after six years of living together. Since then, I have been fighting for my children."*** She said, ***"I lost one of my sons to brain cancer when he was nine. I have married off all my daughters and son, and my son started living separately with his family after his marriage. Since then, I have lived with my daughters".***

Mehernigar used to earn a living as a domestic worker. At the onset of the pandemic, she lost her job, and after that, she had a stroke, which paralysed half of her body. Since then, she has been selling fried food items in front of her house. Her son-in-law is a rickshaw puller. Together, they had a decent income of BDT 15,000 to 16000.

The lockdown caused by the pandemic had a devastating impact on the lives of Mehernigar's family. Her daughter said, ***"My mother lost her job as a domestic worker during the onset of the pandemic. On the other hand, my husband also had to sit without work. Those days were miserable. He had to borrow money from neighbours. In addition, my mother had a stroke at that time. Nobody came to help us. They suspected her to be a COVID-19 patient and isolated us. Our sisters took her to the hospital. Even the hospital did not admit her without a COVID-19 test. My elder sister had to spend all her savings on our mother's treatment."*** She added, ***"After returning to the community from the hospital, we were forced to remain isolated in our home. People did not even let us fetch any water. With the commissioner's help and the food aid he gave us, we managed to survive those days".***

*Mehernigar is giving food preparation instructions*



# মেহেরনিগার

স্বামীর সাথে নতুন জীবন শুরু করতে ১৯৮৯ সালে বাজেকাজলায় আসেন মেহেরনিগার। তাঁর বয়স এখন ৫৭ বছর। বসবাস করছেন তাঁর মেয়েদের সাথে। *"আমরা আমাদের তিন ছেলে এবং দুই সন্তানকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করছিলাম। হঠাৎ আমাদের ছয় বছরের সংসার ভেঙ্গে যায়। জীবন হয়ে যায় ওলটপালট। সেই থেকে আমি আমার সন্তানদের জন্য লড়াই করে যাচ্ছি"*। তিনি আরো বলেন, *"নয় বছর বয়সে এক ছেলে সন্তানকে হারাই আমি। ছেলে মেয়েরা বড় হলে তাঁদের বিয়ে দিই এবং ছেলেরা আমার থেকে আলাদাভাবে নিজের সংসার সাজায়। তারপর থেকে আমি আমার মেয়েদের সাথে বসবাস করছি।"*

মেহেরনিগার করোনার আগে অন্যের বাড়িতে কাজ করতেন। মহামারীর শুরুতে তিনি তাঁর চাকরি হারান এবং বিপদ হিসেবে নতুন যোগ হয় শারীরিক অসুস্থতা। তিনি স্ট্রোক করেন। এতে তাঁর শরীর অনেকটাই অসার হয়ে পরে। কিছুটা সুস্থ হবার পর তিনি তাঁর বাড়ির সামনে ভাজা-পোড়া নাস্তা বিক্রি শুরু করেন। মেহেরনিগারের মেয়ের জামাই একজন রিকশাচালক। তাঁদের যৌথ আয়ে চলে তাঁদের সংসার।

মেহেরনিগারের পরিবারের জীবনে লকডাউন কাল হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর ছোট মেয়ে বলেন, *"মহামারী শুরু হওয়ার সময় আমার মা চাকরি হারিয়েছিলেন। অন্যদিকে আমার স্বামীকেও ঘরে থাকতে হয়েছে। অনেক কষ্টের ছিল সেই দিনগুলো। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তাঁকে টাকা ধার করতে হয়েছে। এছাড়া আমার মাও সে সময় স্ট্রোক করেন। সাহায্য করতে কেউ আসেনি। বরং করোনা রোগী সন্দেহে আমাদের থেকে দূরে থেকেছে সবাই। আমরা বোনেরা কোনোমতে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। এমনকি হাসপাতাল তাকে করোনা পরীক্ষা ছাড়া ভর্তি করেনি। আমার বড় বোন তাঁর সব সঞ্চয় মায়ের চিকিৎসার জন্য ব্যয় করতে হয়েছিল।"* তিনি আরো বলেন, *"হাসপাতাল থেকে এলাকায় ফিরে আসার পরে আমরা আমাদের বাড়িতে আলাদা থাকি। মানুষ আমাদের পানিও আনতে দেয়নি। সেই সময় কমিশনারের দেওয়া খাদ্য সহায়তায় আমাদের পেট চলেছে।"*

The ARISE project has been working in her area for more than a year now. Through the project, many misconceptions about COVID-19 were removed. Mehernigar said, ***"By attending the primary group meetings, we have learnt about the symptoms of COVID-19. People realised that not all illnesses are caused by the virus, and we need to properly identify and take precise measures to curb the infection rate."*** She added, ***"We were struggling to manage our meals. Buying masks was impossible at that time. We have received masks, soap, detergents, and handwashing points from the project, helping us combat the virus. The project has also provided us with free medicine and doctor's consultation, which has been very helpful."***

Through the project, ARISE encouraged people to get vaccinated. In addition, the staff from the project had gone door to door to provide people with vaccine registration support. ***"We have been encouraged to register for vaccination and get vaccinated. One apa from BRAC came, and helped us realise that the vaccine would protect us from the virus."***

The pandemic restrictions are no longer in place now, and Mehernigar and her son-in-law have recovered their income sources. They currently have a family income of BDT 10,000, which is lower than before, but they are managing. She wants to expand her business and attain financial security in life. She dreams of living in a brick-built house in the future. Mehernigar's daughter wishes to provide her mother with proper treatment and a quick recovery from her illness.

*Mehernigar with her daughter in-law*



এরাইজ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মেহেরনিগার ছিল একজন। প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকায় কোভিড-১৯ সম্পর্কিত ভুল ধারণাগুলো দূর হয়েছে। মেহেরনিগার বলেন, ***"পিজি মিটিংয়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা করোনার লক্ষণগুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি। মানুষ জেনেছে যেকোনো অসুস্থতাই করোনার কারণে হয় না। সঠিকভাবে সনাক্ত করেই করোনার বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবস্থা নিতে হবে"***। তিনি আরো বলেন, ***"আমরা যেখানে পেটে দু'বেলা খাবার যোগাতে কষ্ট করছিলাম, সেখানে মাস্ক কিনে পরা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। প্রকল্প থেকে আমরা মাস্ক, সাবান, ডিটারজেন্ট এবং হাত ধোয়ার বেসিন পেয়েছি, যা আমাদের ভাইরাসের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে সহায়তা করছে। এছাড়াও বিনামূল্যে ওষুধ এবং ডাক্তারের পরামর্শ আমরা পেয়েছি, যা আমাদের জন্য একটি বড় প্রাপ্তি।"***

প্রকল্পটির মাধ্যমে সকলকে টিকা নিতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এছাড়াও টিকা নিবন্ধনে সহায়তা প্রদানের জন্য দ্বারে দ্বারে গিয়েছিলেন কর্মীগণ। ***"আমাদেরকে টিকার রেজিস্ট্রেশন করতে এবং টিকা নিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ব্র্যাক থেকে এক আপা এসে আমাদের বুঝিয়ে গেছেন যে, করোনা থেকে বাঁচতে এই টিকা আমাদের সাহায্য করবে।"***

মহামারী বিধিনিষেধ আর না থাকায় মেহেরনিগার এবং তাঁর মেয়ের জামাই আবার রোজগার করতে শুরু করেছেন। কিন্তু আয়ের হার আগের চেয়ে কম। আগে যেখানে ১৫-১৬ হাজার টাকা উপার্জন হতো, সেখানে এখন হয় ১০ হাজার টাকা। মেহেরনিগার জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা পেতে চান এবং তাঁর ব্যবসা প্রসারিত করতে চান। তিনি একটি পাকা বাড়িতে বসবাসের স্বপ্ন দেখেন। অন্যদিকে তাঁর মেয়েরা মেহেরনিগারের যথাযথ চিকিৎসা এবং দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। মেহেরনিগার ও তাঁর মেয়েরা এরাইজ প্রকল্পকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও প্রকল্পটির সহায়তা অব্যাহত থাকবে এই আহ্বান জানান।

# Shurjo Begum

**Green Land, Khulna City Corporation**

"I learnt about the virus through the CDO meetings. I also learnt how frequently we need to wash our hands, how to wear masks correctly, and how to cover our face while sneezing and coughing. From the meeting, I also learnt about the COVID-19 vaccine and its benefits. Whatever we learnt from the meetings, we shared those with our neighbours. "

-Shurjo Begum

"আমি সিডিও মিটিংয়ের মাধ্যমে ভাইরাসটি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। ঘন ঘন হাত ধোয়া, সঠিকভাবে মাস্ক পরা, হাঁচি এবং কাশির সময় মুখ ঢেকে রাখা ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা মিটিংয়ে জেনেছি। করোনার টিকা এবং এর উপকারিতা সম্পর্কেও জেনেছি। তাছাড়া এই সব বিষয়ে প্রতিবেশীদেরকেও শিখিয়েছি যাতে তাঁরা সতর্ক থাকতে পারেন।"

-সূর্য বেগম

# Shurjo Begum

***"We lost our house in Morelganj to riverbank erosion. Afterwards, my mother migrated to the Railway Colony in Khulna with my siblings and me. Since then, our lives have been a struggle. Later I got married, and in search of a stable residence, my husband and I moved to Green Land"***, Shurjo Begum said.

She is 55 years old now, living in Green Land for 15 years. Her life has been full of twists and turns. Since birth, she has been a person with disability, and lost all her siblings at an early age. She got married, and started her new life with her husband in Green Land. She used to work as a domestic help back then to contribute to the family. Later, she had a son and a daughter.

After her first husband died, Shurjo got married again, and started a new life. Shurjo said, ***"My daughter got married. My son lives in railway colony with my mother, and works in a biscuit factory. I started living with my husband, and had another son with him"***. Her husband and youngest son work in a dried fish plant, and jointly earn BDT 16,000.

As time progressed, Shurjo felt physically weaker. She could not continue working as a domestic help and started a cloth business. She could not sustain the effort due to her physical condition. Finally, she started selling dried fish in front of her house, and contributed to the family.

Shurjo and her husband were managing their finances quite well until the lock down took place. They barely had any income during the lockdown period. ***"During the lockdown, we could not go out or work. We had to spend all our savings, and take loans with high interest rates. We received cash support of BDT 1,500 from BRAC Urban Development Programme, and the councillor gave us food support. With that, we managed to survive that period."***



# সূর্য বেগম

*"নদীর ভাঙ্গনে মোরেলগঞ্জে আমাদের বাড়ি হারাই। এরপর আমার মা আমাদের নিয়ে খুলনার রেলওয়ে কলোনিতে চলে আসেন। তারপর থেকে আমাদের জীবনে কষ্ট শুরু হয়। আমার বিয়ের পর একটি নিরাপদ বাসস্থানের খোঁজে আমার স্বামী এবং আমি গ্রীনল্যান্ডে চলে আসি"*, সূর্য বেগম বলেন।

সূর্য বেগমের বয়স ৫৫ বছর। তিনি ১৫ বছর ধরে গ্রীনল্যান্ডে বসবাস করছেন। জন্মের পর থেকে সূর্যর জীবন সংগ্রামময়। তিনি একজন প্রতিবন্ধী। ছোট বয়সে তিনি তাঁর ভাই-বোনদের হারিয়েছেন। গ্রীনল্যান্ডে স্বামীর সাথে নতুন জীবন শুরু করেন তিনি। সেই সময় অন্যের ঘরে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। এরপর তাঁর একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে জন্ম নেয়।

তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর সূর্য আবার বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করেন। সূর্য বলেন, *"আমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে। আমার ছেলে আমার মায়ের সঙ্গে রেলওয়ে কলোনিতে থাকে এবং একটি বিস্কুট কারখানায় কাজ করে। আমি আমার স্বামীর সাথে থাকতে শুরু করি। তাঁর সাথে আমাদের আরেকটি ছেলে হয়।"* তাঁর স্বামী এবং ছোট ছেলে শুঁটকি মাছের একটি কার্গোতে কাজ করেন এবং যৌথভাবে ১৬,০০০ টাকার কাছাকাছি মাসিক আয় করে।

বয়সের সাথে সাথে সূর্য শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন এবং গৃহকর্মীর পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তিনি কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার কারণে তা বেশি দিন চালিয়ে যেতে পারেননি। অবশেষে বাড়ির সামনে শুঁটকি বিক্রি করা শুরু করেন সূর্য।

লকডাউনের আগ পর্যন্ত সূর্য এবং তাঁর স্বামী আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ছিলেন। লকডাউনের সময়ে তাঁদের কোনো আয় ছিল না। *"আমরা বাইরে যেতে পারিনি। ফলে বেকার হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সমস্ত সঞ্চয় খরচ হয়ে যায় এবং উচ্চ সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হই। ব্র্যাক ইউডিপি থেকে নগদ ১,৫০০ টাকা এবং কাউন্সিলরের দেওয়া খাদ্য সহায়তা পেয়েছি, যা দিয়ে সেই সময়ে আমরা কিছুটা সহজে পার করেছি।"*

*Shurjo Begum cooking in her kitchen*

Shurjo has been involved with ARISE for the past year. She is a community development organisation (CDO) member. ***"I learnt about the virus through the CDO meetings. I also learnt how frequently we need to wash our hands, how to wear masks correctly, and how to cover our face while sneezing and coughing. From the meeting, I also learnt about the COVID-19 vaccine and its benefits. Whatever we learnt from the meetings, we shared those with our neighbours. "***

Shurjo also mentioned how the reusable masks, detergents, soap, and handwashing devices helped people significantly. She said, ***"We were struggling to feed ourselves. Buying masks and soap was impossible for us."*** She added, ***"People have received healthcare support from the ARISE project. The elderly people in the community received free medical check-ups and medicine. In addition, we were encouraged to register for the COVID vaccine, and received vaccine registration assistance."***

After the pandemic situation improved, her husband started working again. However, their income has been reduced to BDT 10,000 per month. They are tightening the belt to make ends meet.

Throughout her lifetime, Shurjo has struggled against the odds. Yet she aspires for a better life. She wishes to buy land of their own for her sons and build a home for them to have a secure and stable life that she never had.

গত এক বছর ধরে এরাইজ প্রকল্পের একজন সিডিও সদস্য তিনি। প্রকল্প থেকে সিডিও মিটিংয়ে অংশ নিয়ে নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন সূর্য। "আমি সিডিও মিটিংয়ের মাধ্যমে ভাইরাসটি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। ঘন ঘন হাত ধোয়া, সঠিকভাবে মাস্ক পরা, হাঁচি এবং কাশির সময় মুখ ঢেকে রাখা ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা মিটিংয়ে জেনেছি। করোনার টিকা এবং এর উপকারিতা সম্পর্কেও জেনেছি। তাছাড়া এই সব বিষয়ে প্রতিবেশীদেরকেও শিখিয়েছি যাতে তাঁরা সতর্ক থাকতে পারেন।"

সূর্য মাস্ক, ডিটারজেন্ট, সাবান এবং হাত ধোয়ার ডিভাইস দ্বারা এলাকার মানুষের উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ***"আমরা একবেলা খাবারের জন্য অনেক কষ্ট করছিলাম। মাস্ক এবং সাবান কেনা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।"*** তিনি আরো বলেন, ***"মানুষ এরাইজ প্রকল্প থেকে স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা পেয়েছেন। এলাকার বয়স্করা বিনামূল্যে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষুধ পেয়েছেন। এছাড়াও টিকা নিবন্ধন করতে আমাদের সাহায্য করেছে প্রকল্পটি।"***

মহামারী পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় তাঁর স্বামী আবার কাজ শুরু করেছেন। তবে তাঁদের আয় কমে ১০,০০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। তাঁরা এই টাকা দিয়েই কোনোমতে সংসার চালাচ্ছেন।

সূর্যর সারা জীবন লড়াই করে কেটেছে। তবুও তিনি ভেঙে পড়েননি। স্বপ্ন দেখেন সুন্দর আগামীর। তিনি তাঁর ছেলেদের জন্য জমি কিনে পাকা বাড়ি করে তাঁদের জন্য একটি নিরাপদ স্বচ্ছল জীবন উপহার দিতে চান। সূর্য মহামারীর সেই কঠিন সময়ে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এরাইজ প্রকল্পকে ধন্যবাদ জানান।

*Shurjo Begum in front of her house*

# Nishika Shamaddar Tumpa

**Shyampur, Dhaka South City Corporation**

"I feel happy to be able to help the people around me. It offers me immense pleasure to serve my community at a time of need."

-Nishika Shamaddar Tumpa

"আমার চারপাশের লোকদের সাহায্য করতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি। এলাকার মানুষদের সাহায্য করতে পেরে আমার মন আনন্দে ভরে ওঠে"

-নিশিকা সমাদ্দার টুম্পা

# Nishika Shamaddar Tumpa

Nishika Shamaddar Tumpa has been living in Shyampur from birth. She is now 21 years of age, living with her mother. She is a vibrant young person with an inner desire to help people in her community. ***"Since childhood, I have witnessed the struggles of the people of my neighbourhood. I have always wanted to help them"***, Tumpa said.

Recognising her desire to be a changemaker, the ARISE project chose Tumpa to be one of the co-researchers for the community-based participatory research in the Shyampur area. With co-researchers, she helped in GIS mapping, conducting surveys and assisting the data collection process. She said, ***"We identified the location of the socially important infrastructures, wash blocks, households of marginalised people, and places that make women and children unsafe. We attended reflexivity sessions, where we contributed to analysing the challenges that persist in the community, and how to resolve them."***

***"During that time, COVID-19 was a major concern for us. Most of the people here had lost their jobs or struggled to earn a living. In addition, the majority had no proper knowledge about the virus, leading the community to many misconceptions. Therefore, three main challenges during those unprecedented times revolved around livelihoods, lack of knowledge about the COVID-19, and lack of proper hygiene practices"***, Tumpa said.

# নিশিকা সমাদ্দার টুম্পা

নিশিকা সমাদ্দার টুম্পা জন্মের পর থেকেই ঢাকার শ্যামপুরে বসবাস করছেন। তাঁর বয়স ২১ বছর। তিনি তাঁর মায়ের সাথে বসবাস করছেন। নিজের এলাকার মানুষদেরকে সহায়তা করার স্পৃহা টুম্পার মধ্যে প্রবল। ***"শৈশব থেকে আমি আমার আশেপাশের মানুষের কষ্ট দেখে বড় হয়েছি। সেই থেকে আমি তাঁদের সাহায্য করতে চেয়েছি"***, টুম্পা বলেন।

তাঁর এই স্পৃহা দেখে এরাইজ প্রকল্প টুম্পাকে শ্যামপুর এলাকায় কমিউনিটি-ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক গবেষণার জন্য একজন কমিউনিটি-গবেষক হিসেবে বেছে নেয়। সহ-গবেষক হিসেবে তিনি জিআইএস ম্যাপিং, সমীক্ষা পরিচালনা এবং তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন। ***"আমরা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো, ওয়াশ ব্লক, প্রান্তিক মানুষদের ঘর-বাড়ি, নারী ও শিশুদের জন্য সামাজিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করেছি। আমরা এরাইজ গবেষণা দলের সাথে বিভিন্ন সেশনে অংশ নিয়েছি, যেখানে এলাকায় বিদ্যমান সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করা যায় তা বিশ্লেষণ করেছি।"***

টুম্পা বলেন, ***"সেই সময়ে করোনা আমাদের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয় ছিল। এখানকার বেশিরভাগ লোক তাঁদের চাকরি হারিয়েছিলেন। তখন তাঁদের টিকে থাকার লড়াই ছিল প্রবল। এছাড়াও অনেকেই ভাইরাস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। মোটকথা সেই সময় প্রধানত তিনটি সমস্যা উল্লেখযোগ্য ছিল। সেগুলো হলো- আয়-রোজগারের অভাব, করোনা নিয়ে সঠিক জ্ঞানের অভাব এবং যথাযথ স্বাস্থ্যসুরক্ষা চর্চার অভাব।"***

Analysing all the information from the community, local governments and other stakeholders, the community's needs were identified. To address these needs, the ARISE Responsive Fund was put in place. Tumpa was hired as the Community Organiser for BRAC Urban Development Programme in Shyampur slum for the ARISE Responsive Fund project.

As a community organiser, Tumpa has been closely involved in all the project's endeavours. She has facilitated the community development organisation and primary group meetings where people have learnt about COVID-19, and about how to minimise the risks of being infected. She distributed reusable masks, soaps and detergent powders, informative leaflets, posters and stickers about COVID-19.

***"Maintaining hygiene rules during that time was a major challenge. Marginalised people were even struggling to meet their food needs. Consequently, for them to afford face masks and handwashing facilities was a major challenge. So, these distributed hygiene commodities have helped the Shyampur community. In addition, I distributed leaflets and stickers containing information to maintain hygiene, the myths about COVID-19 vaccination and its importance"***, Tumpa said.

Tumpa worked with the community development organisation to select the areas where handwashing spots were to be constructed, and to select people to receive health services from the campaign. For the past year, Tumpa has been serving her neighbourhood to make people aware of COVID-19, and helping people in need despite the COVID-19 infection risk. She said, ***"I feel happy to be able to help the people around me. It offers me immense pleasure to serve my community at a time of need."***

*Tumpa from Shyampur conducting CDO meeting*

*Tumpa from Shyampur distributing soap and detergent powder*

কমিউনিটি, স্থানীয় সরকার এবং অন্যান্য অংশীজনদের কাছ থেকে পাওয়া সব তথ্য বিশ্লেষণ করে এলাকার প্রয়োজনীয়তাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই চাহিদাগুলো পূরণ করার জন্য এরাইজ রেস্পন্সিভ ফান্ড অনুমোদন করা হয়। এলাকার সেবায় টুম্পার উৎসাহের কথা বিবেচনা করে তাকে এরাইজ প্রকল্পের জন্য শ্যামপুর এলাকার জন্য ব্র্যাক ইউডিপির কমিউনিটি অর্গানাইজার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

একজন কমিউনিটি অর্গানাইজার হিসেবে টুম্পা প্রকল্পের সব কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি শ্যামপুরের সিডিও এবং পিজি মিটিং পরিচালনা করেন, যেখানে লোকেরা কোভিড-১৯ সম্পর্কে এবং এর ঝুঁকি হ্রাসের উপায় সম্পর্কে জানতে পারেন। টুম্পা পুনঃব্যবহারযোগ্য মাস্ক, সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার, তথ্যমূলক লিফলেট, কোভিড-১৯ সম্পর্কে পোস্টার এবং স্টিকার বিতরণ করেছেন।

টুম্পা বলেন, ***"সেই সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। এলাকার সবাই যেখানে খাদ্য চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন, সেখানে মাস্ক এবং হাত ধোয়ার সামগ্রী কিনে ব্যবহার করা অনেকটা অসম্ভব ছিল। এই বিতরণ করা মাস্ক, সাবান ও হাত ধোয়ার পয়েন্টগুলো শ্যামপুর কমিউনিটিকে অনেক সহায়তা করেছে। এছাড়া আমি স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লিফলেট এবং স্টিকার বিতরণ করেছি; করোনা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর করার চেষ্টা করেছি; এবং টিকা গ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে সবার সাথে আলোচনা করেছি"***।

এছাড়াও টুম্পা হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশনের স্থান নির্বাচন এবং হেলথ ক্যাম্প থেকে কারা স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করবে তার তালিকা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রস্তুত করেন। গত এক বছর ধরে টুম্পা তাঁর এলাকার লোকজনের জন্য কোভিড সংক্রমণের ঝুঁকি উপেক্ষা করে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, ***"আমার চারপাশের লোকদের সাহায্য করতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি। এলাকার মানুষদের সাহায্য করতে পেরে আমার মন আনন্দে ভরে ওঠে"***।

## Project Partners

BRAC JPGSPH is a globally well-recognized and one of the leading public health academic and research institutes (www.bracjpgsph.org) under BRAC University in Bangladesh. Since the establishment in 2004, JPGSPH has been conducting innovative public research on diverse health issues with an aim to improve the lives of disadvantaged and marginalized populations.

BRAC, the largest NGO based in Bangladesh, launched its Urban Development Programme (UDP) in 2016 (http://www.brac.net/program/urban-development/) with an aim to make cities inclusive, safe, and sustainable through improving wellbeing, reducing multidimensional poverty, and supporting people living in urban poverty to exercise their rights.

To know more about the ARISE project: www.ariseconsortium.org

The UKRI GCRF Accountability for Informal Urban Equity Hub is a multi-country Hub with partners in the UK, Sierra Leone, India, Bangladesh, and Kenya which we call ARISE. The Hub works with communities in slums and informal settlements to support processes of accountability related to health. It is funded through the UKRI Collective Fund.

# References


1. IOM, 2017. Migration: Making the Move from Rural to Urban by Choice [Internet]. IOM. 2017. Available from https://www.iom.int/news/migration-making-move-rural-urban-choice
2. BBS, 2015. Census of Slum Areas and Floating Population 2014 Government.
3. UNDP Bangladesh. Why a national urban policy should be our top priority [Internet]. UNDP Bangladesh. 2019 [cited 19 September 2020]. Available from: https://www.bd.undp.org/content/bangladesh/en/home/blog/2019/october/31/why-a-national-urban-policy-should-be-our-top-priority.html
4. Siddique A. Bangladesh's urban underbelly a cause for concern. Dhaka Tribune [newspaper on the Internet]. 2017 October 30 [cited 2017 October 31]; News: [about 2 screens]. Available from: https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/10/30/bangladeshs-urban-underbelly-cause-concern/
5. Rashid, S. F. Strategies to Reduce Exclusion among Populations Living in Urban Slum Settlements in Bangladesh. Vol. 27, Journal of Health, Population and Nutrition. 2009. 574-586p. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2928105/

ARISE applies participatory action research approaches that are co-developed and driven by urban marginalised people to plan and execute activities that lead to improved social accountability and health. ARISE works in five informal urban settlements in three cities in Bangladesh. We work in:

- Kollayanpur Pora Bosti under Dhaka North City Corporation
- Nama Shyampur under Dhaka South City Corporation
- Dholpur under Dhaka South City Corporation
- Green Land under Khulna City Corporation
- Bajekazla under Rajshahi City Corporation

brac

BRAC
JAMES P GRANT
SCHOOL OF
PUBLIC
HEALTH
BRAC
UNIVERSITY

ARISE

Funded by

GCRF

UKRI
UK Research
and Innovation